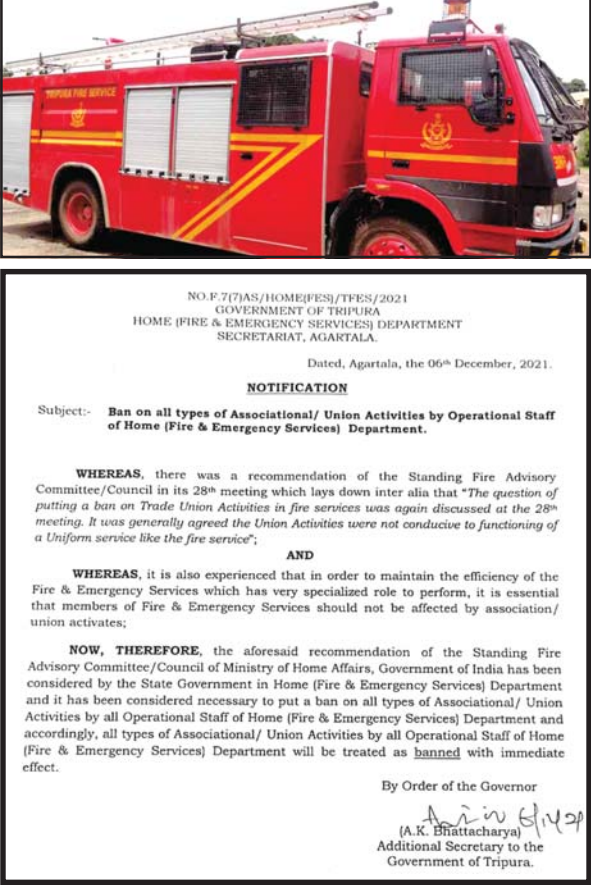




# জরুরি অবস্থা,নিষিদ্ধ সমিতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। আড়ালে-আবডালে নয়, সরাসরিই গণতান্ত্রিকতা নিষেধের মুখে ত্রিপুরায়। ফায়ার ফাইটারদের সংগঠন করার অধিকার কেড়ে নিল সরকার। তাদের সব রকমের সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। হোম/ফায়ার এন্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট নোটিশ জারি করে দফতরের অপারেশনাল স্টাফদের সব রকমের সংগঠন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। নোটিশে বলা হয়েছে যে স্ট্যান্ডিং ফায়ার অ্যান্ড ভাইসরি কমিটি/কাউন্সিল তার আঠাঠম মিটিং থেকে সুপারিশ করেছে, ফায়ার সার্ভিসের মত ইউনিফর্ম সার্ভিসের কর্মীদের কাজের জন্য সংগঠন করা উপযুক্ত নয়। সেই মিটিঙে ফায়ার সার্ভিসেস-এ ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গ আলোচনায় এসেছিল, তাতে সাধারণভাবে এই ব্যাপারে একমত হওয়া গেছে। আরও বলা হয়েছে, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, ফায়ার এন্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস’র দক্ষতা বজায় রাখার জন্য সংগঠনের কাজে প্রভাবিত হওয়া উচিত না। ফলে ভারত সরকারের স্ট্যান্ডিং ফায়ার অ্যান্ড ভাইসরি কমিটি/কাউন্সিল’র সুপারিশ রাজ্য সরকার বিবেচনা করে দেখেছে এই দফতরের সব



অপারেশনাল স্টাফদের সব রকমের সমিতি/সংগঠন নিষিদ্ধ করা দরকার, এবং সব রকমের সংগঠন ও সমিতি নিষিদ্ধ করা হল। নোটিশ জারি করেছেন অতিরিক্ত

সচিব এ কে ভট্টাচার্য। ফায়ার সার্ভিসেস’র কর্মীরা মন্তব্য করেনি, তারা অনেক সুযোগ, সুবিধাই পাচ্ছেন না। টিএ বিল করে টাকা পেতে পেতে দেড়-দুই বছর

চলে যাচ্ছে। যন্ত্রপাতি, কিট ঠিক মত দেওয়া হচ্ছে না। দফতরকে ঢেলে আধুনিক করে তুলতে কোনও উদ্যোগ নেই। রাজধানী আগরতলায় সরকারি উদ্যোগেই বহুতল বাড়ি উঠছে,সেসব একাধিক বাড়িতে বিপদ হলে , তা মোকাবিলায় পরিকাঠামো নেই দফতরের কাছে। তাছাড়াও কর্মীর অভাব আছে। বসতি যেভাবে বাড়ছে, সেভাবে বাড়ছে না ফায়ার স্টেশন, ফলে কম পরিকাঠামো দিয়ে বেশি সার্ভিস দিতে গিয়ে সমস্যা় পড়ছেন কর্মীরা। আশুন নেভানো ছাড়া , অন্য ইমার্জেন্সি সার্ভিসের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। কর্মীদের মধ্যে স্কোভ বাড়ছে, দাবি-দাওয়াও উঠে আসছে, এসব দমন করার জন্যই সরকার সংগঠন নিষিদ্ধ করার পথে হেঁটেছে। স্ট্যান্ডি কমিটি’র মিটিঙের যে কথা নোটিশে লেখা হয়েছে, তাতে ‘ট্রেড ইউনিয়ন’র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন আর অ্যাসোসিয়েশন বিষয়টি এক নয়। অ্যাসোসিয়েশনে মানুষ এক সঙ্গে আসেন, নানা দাবিও তুলতে পারেন, অবসরে যাওয়ার সুবিধা, কর্মীদের কল্যাণ, ইত্যাদি নিয়ে দাবি জানাতে পারেন। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন হলে, সেই সংগঠন কর্মীদের স্বার্থে কর্তৃপক্ষের

• এরপর দুইয়ের পাঠায়

## হাসপাতাল না যমালয় ?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বর্তমান হাল মানুষের জীবনের জন্য কতটা বিপজ্জনক তার জলজাত প্রমাণ পাওয়া গেলো কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে। জেলা সদরের এই হাসপাতালটিতে চিকিৎসা পরিসেবা নিতে গিয়ে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলো আসাম রাইফেলস’এ কর্মরত এক জওয়ান। রোগ নিরাময় হতে গিয়ে উল্টো বেঝোরে প্রাণ যাওয়ার উপক্রম তাও আবার এক আধা সামরিক জওয়ানের। বিষয়টি একটু খোলাসা করা প্রয়োজন। গত ৩ ডিসেম্বর শারীরিক কিছু সমস্যা নিয়ে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যান ওই জওয়ান। কর্তার্যত চিকিৎসক যথারীতি উনাকে দেখেন এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্তের কয়েকটি পরীক্ষা করানোর জন্য হাসপাতালের প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবে পাঠান। ওই পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট আসে ৬ ডিসেম্বর। রিপোর্টে দেখা যায়, ওই জওয়ানের রক্তের নমুনায় এইচবিএস এজি (HbsAg)

• এরপর দুইয়ের পাঠায়

## সফেদে মুখ পুড়লো সরকারের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। জাইকায় সফেদ সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগ বাতিল করে দিলো ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। শুধু তাই নয়, জাইকার জন্য সফেদ আর কর্মী নিয়োগই করতে পারবে না। এই ধরনের নির্দেশই দিলো ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। এই রায়ের ফলে জাইকাতে নিযুক্ত ২১৮ জনের নিয়োগ বাতিল হয়ে গেলো। জাইকার জন্য সফেদকে দেওয়া চুক্তিও বাতিল হয়েছে। গত আগস্টেই সফেদ জাইকায় ৩১০টি পদের জন্য ইন্টারভিউ ডেকেছিল। এই পদগুলি ছিল রেঞ্জ ডাটা এনালিস্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিল্ড অ্যাকাউন্ট, লাইভলিহুড কো-অর্ডিনেটর, ফিল্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, ম্যানেজার, রিসার্চ অফিসার, কম্পিউটার অপারেটর, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, অফিস ম্যানেজার-সহ বেশ কিছু পদ। এগুলিতে নিয়োগের জন্য সফেদ ইন্টারভিউ ডেকেছিল। এই বছরের ২৪ আগস্ট পর্যন্ত ছিল আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। বন দফতরের জাইকা প্রকল্পের জন্য এই

নিয়োগ নিয়ে প্রথম থেকেই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছিল। বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জাইকা প্রকল্পে নিযুক্তদের প্রথমেই ছাঁটাই করা হয়। পরবর্তী সময়ে বাইরের এক

জনস্বার্থ মামলা করেন আইনজীবী অ্যাছনি দেববর্ম।। তিনি দাবি করেন, জাইকা প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। মূলত জাপান সরকার বেশিরভাগ টাকা বহন করে।



সংস্থাকে নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওই সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বাতিল হওয়ার পর নিযুক্তরা ইটিএই হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সফেদের মাধ্যমে জাইকার বিভিন্ন প্রকল্পের ৩১০টি পদের জন্য আবেদনপত্র চাওয়া হয়। মূলত ৩ মৌখিক ইন্টারভিউ নিয়ে ২১৮জনকে নিয়োগ করা হয়। এই নিয়োগ নিয়েই উচ্চ আদালতে একটি

এই প্রকল্পে নিয়োগের জন্য সফেদ-সহ দুটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মোট ২১৮জনকেই নিয়োগ করে সফেদ।এর মধ্যে মাত্র ৬জন ছিল ত পশলি জনজাতি সম্প্রদায়ের। এনিয়েই মামলা করা হয়। আশ্চর্যের দাবি, কোনওভাবেই সংরক্ষণের নীতি মানা হয়নি। এছাড়া নিয়োগ হচ্ছে মূলত

• এরপর দুইয়ের পাঠায়

# শিক্ষা দফতরের দৌলতেই কলঙ্কের ফাঁদ থেকে মুক্ত প্রধানশিক্ষক উত্তম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। শিক্ষকরাই সমাজের সেকদণ্ড। এই বোধের জায়গাটি দিন দিন ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ছে। নিজের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ফর্ম ফিলাপ করার নামেও অর্থ নয়-খয় করতে পারেন কোনও প্রধানশিক্ষক, তার নজির রাজাজুড়ে পাওয়া তার। কিন্তু মুখরিপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক উত্তম সূত্রধর রাজ্যের শিক্ত সমাজের কাছে এক কলঙ্কের প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছেন। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে, রাজ্যের শিক্ষাদানের ইতিহাসে অসুখকৃত শিক্ষক উত্তম সূত্রধরের মতো এমন লজাজ্জর ঘটনা দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। শিক্ষা দফতরের অলিঙ্গী পরিমাণ যুথুর বাসা তা বাহিরে থেকে বোঝা দুষ্কর। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ঘন ঘন সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং



বিদ্যালয় সংক্রান্ত নানা বিষয় সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন বলে নানা বেআইনি ঘটনাগুলো চাপা পড়ে যায়। গত এক সপ্তাহে রাজ্যের বেশ কয়েকটি প্রভাবী পত্রিকায় মুখরিপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের দায়িত্বরত প্রধানশিক্ষক উত্তম সূত্রধরকে নিয়ে বেশ কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদগুলোর সত্যতা জানার সুবাদে, সেগুলো

প্রকাশের পর ওই বিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট কমিটি অত্যন্ত ‘আনন্দিত’ হয়েছিলেন। আশা ছিলো, জেলার শিক্ষা আধিকারিক লক্ষণ দাস খবরগুলোকে এক জায়গায় করে শিক্ষা দফতরের নজরে আনবেন। কিন্তু তা করা হয়নি। অভিযোগ, উত্তমবাবু সম্প্রতি অনলাইন স্টাইপেন্ড ফর্ম ফিলাপ করিয়ে দেবার নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জন প্রতি ৮০ থেকে ১০০ টাকা করে রাজস্বগার করেছেন। গত বেশ কয়েকদিন ধরেই মুখরিপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড ফর্ম ফিলাপ করার কাজ শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীরা উক্ত ফর্মটি বিদ্যালয়ের বাইরের বিভিন্ন কম্পিউটার লোকানে অনেক কম টাকা দিয়ে করতে পারতো। কিন্তু উত্তমবাবুর রক্তচক্ষুর কারণে তা সম্ভবপর হয়নি। তিনি ছাত্রছাত্রীদের বলে দিয়েছেন,

উনার কাছে ফর্ম না ভরাট করালে এবং বিনিময়ে অর্থ না দিলে তিনি স্টাইপেন্ড থেকে ছাত্রছাত্রীদের নাম বাদ দিয়ে দেবেন। স্বভাবতই হেলেমেয়েরা ভয়ে উত্তমবাবুর কাছে নিজেদের তরফ থেকে আশি টাকা করে দিয়ে দিয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে রাজাজুড়ে সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক স্কোভ এবং আলোচনা। কিন্তু হলে কী হবে? উত্তমবাবুর কোনও ক্ষুণ্ণও নেই। শোনা যাচ্ছে, বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের দুই আধিকারিক এবং বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রীর অতি ঘনিষ্ঠ শ্রীসাহাবাবুর দৌলতে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক এমন একটি জয়না অপরাধ করেও বহাল তবিয়তে চাকরি করে যাচ্ছেন। ন্যূনতম উনার বিরুদ্ধে একটি কমিটি পর্যন্ত গঠিত হয়নি। কমিটি তো দূরের কথা, উত্তমবাবুর বিরুদ্ধে এর আগেও এমন যত অভিযোগ জমা পড়েছে, সেগুলোরও কিছু হয়নি।

• এরপর দুইয়ের পাঠায়

### শুরু লোগোর অপব্যবহার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। বুঝে হোক বা না বুঝে, সরকারি বিভিন্ন দফতরের বদন্যতায়, নিজের গাভীর্ব হারাতে বসেছে ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’ লোগোটি। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে সৃষ্ট লোগোটি ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। আগামী ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে এই লোগোটির মাধ্যমেই দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে। তার আগে রাজ্য সরকারের উচিত, এই লোগো সম্পর্কিত বিস্তারিত একটি গাইডলাইন সমস্ত সরকারি দফতরে পাঠানো। তার থেকেও বেশি সময় উপযোগী, রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে প্রত্যেক বৈদ্যুতিন এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় কর্তৃপক্ষকে লোগোটি যথাস্থানে সুনির্দিষ্ট কারণে ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের তরফে দেশের প্রত্যেক প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে উক্ত লোগো ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে লোগোটি কোথায় এবং কিভাবে ব্যবহৃত হবে, তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন দিতে পারবে একমাত্র তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর।এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনও নির্দেশিকা আসেনি। কিন্তু তার থেকেও বেশি প্রয়োজন, রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরগুলোকে এ সংক্রান্ত বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করা। একেকটি সরকারি দফতর কিভাবে লোগোটিকে ব্যবহার করছে, তা নিয়ে এখন থেকেই নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। সরকারি প্রায় সব বিভাগপনে, মঞ্চের যে কোনও অনুষ্ঠান ব্যবহারে এই লোগো ব্যবহৃত হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে এখনই নড়েচড়ে বসা দরকার প্রশাসনের। দেশের ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’ বলে একটি ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে। দেশের সমস্ত নাগরিকদের উৎসর্গ করে এই ক্যাম্পেইনটি তার যাত্রা শুরু করে। গত মার্চ মাসের ১২ তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’ এই গৌরবোজ্জ্বল দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পেইন, তার সূচনা দিন হিচাবে ইতিহাসের পাতায় নথিভব থাকবে। আগামী ২০২৩ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত এই ক্যাম্পেইন চলবে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে আনন্দের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে যে ক্যাম্পেইনটি কেন্দ্রীয়স্তরে শুরু হয়েছে, তার লোগোটির অতি

• এরপর দুইয়ের পাঠায়

# ৭৫% ছাড়ে স্কুল বেসরকারি হাতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। সরকারি স্কুল বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভা ২৭ অক্টোবরেই নিয়েছিল। তারও আগে প্রতিবাদী কলম সরকারের এই উদ্যোগের খবর করেছিল। ৩ ডিসেম্বর শিক্ষা দফতর বিদ্যালয় শিক্ষায় বেসরকারি মালিকানা চোকানোর পলিসি নিয়ে নোটিশ জারি করেছে। শিক্ষামন্ত্রী এতদিন পর মুখ খুললেন, ব্যাখ্যা দিলেন, “... যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শূন্য বা অতি নগণ্য সেই সব বিদ্যালয়ের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা দফতর।... গ্রামাঞ্চলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুণগত মানের শিক্ষা আরো বেশি প্রসারের জন্যই শিক্ষা দফতর এই পলিসি গ্রহণ করেছে।” আরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন, “... গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের ছোট একটা অংশ এই সত্য বিষয়টিকে লুকিয়ে রেখে আসত। তথ্য প্রকাশ করে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। শিক্ষা দফতরের উদ্যোগকে ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বনাশ ভেঁকে না আনার জন্য শিক্ষামন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। “ সরকারি পরিকাঠামোতেই

বেসরকারি সংস্থা স্কুল খুলে বসবে। জমি লিজ দিতে গিয়ে সরকার ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিতে পারে। ন্যূনতম ৪০ শতাংশ ছাড়। স্কুল বাড়িও দেয়া হবে। ‘শূন্য’ বা ‘নগণ্য’ সংখ্যার ছাত্রের স্কুলের হিসাব দেখানো হয়েছে ১৯। গ্রামে গ্রামে গুণগত মানের শিক্ষার প্রসারকেই বেসরকারি মালিককে সরকারি পরিকাঠামোতে চোকানোর জন্য যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে তাতে প্রশ্ন ওঠা খামেনি, বরঞ্চ আরও বেড়ে গেছে। গুণগত শিক্ষার প্রসারই যদি লক্ষ্য হয়, তবে সেটা সরকার নিজে করতে পারছে না কেন, বেসরকারি সংস্থাকে ভেঁকে আনতে হচ্ছে কেন। সরকারের এত বড় কাঠামো, একটু খেল-একটু পড়, কাচআপ’র মত যুগান্তকারী প্রকল্প, কেন্দ্রীয় প্রশ্নে পরীক্ষা, রবিবারেও শিক্ষকদের কাজ যুক্ত রাখা, কোনও শিক্ষককে বিশেষ ট্রেনিং করিয়ে তাদের ল্যাপটপ দিয়ে বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত , শিক্ষামন্ত্রীর আচমকা পরিদর্শন, হাতে-নাতে ধরে ফেলা, এত উদ্যোগের পরেও গুণগত শিক্ষার প্রসারে কি সরকারি ব্যর্থ যে বেসরকারি সংস্থাকে সুযোগ করে দিতে হচ্ছে, সরকার কি তাহলে

গুণমানের প্রসারে ব্যর্থতা স্বীকার করে নিচ্ছে পরোক্ষে। এত এত সরকারি উদ্যোগের পরেও সেসব স্কুলে শূন্য কিংবা এক-দুই জন পড়ুয়া কেন, যদি সরকার শিক্ষা প্রসারে আন্তরিক হয়, তবে সেই উদ্যোগের ফসল হিসেবে সেসব স্কুলে পড়ুয়াদের ভিড় করার কথা। যদি সরকার গুণগত শিক্ষা প্রসারে সফলই হয়ে থাকে, তার পরেও পড়ুয়ারা ভিড় করেনি সেসব স্কুলে, তাহলে বেসরকারি সংস্থা কী করে পড়ুয়া পাবে, যদি পায় তবে তাদের এমনকী কৌশল যে সরকারের এত বড় পরিকাঠামো নিয়ে, চর্ণকা বলে খ্যাত একজন শিক্ষামন্ত্রীও তা ধরতে পারছেন না। আর যদি বেসরকারি সংস্থাও ছাত্র না পায়, তবে কী উদ্দেশ্যে তারা আসবে, সেখানে সরকারের সাথে কী বোঝাপড়া হতে পারে। সরকার বলেছে , সেসব স্কুলে ২৫ শতাংশ আসন থাকবে আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের জন্য, আবার গ্রামাঞ্চলে যেহেতু শিক্ষাপ্রসারের যুক্তি দেখানো হচ্ছে, আর গ্রামেই দুর্বল অংশের মানুষ বেশি বাস করেন, তাদের জন্য মাত্রই ২৫ শতাংশ আসনে এই সব স্কুলে সুযোগ দেওয়া হবে, সবাইকে

• এরপর দুইয়ের পাঠায়

## এক শিক্ষিকার বদলিতে গোটা রাজ্যে ভূমিকম্প

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। সরকারি স্কুল যাচ্ছে বেসরকারি হাতে। আর বেসরকারি স্কুল তথা প্রাইট-ইন-এইড-এ থাকা স্কুল সরকারের হাতে কিরছে কিনা তা নিয়েই এখন চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই শিক্ষা দফতর জানিয়ে দিয়েছে শিশু বিহার, উমাকান্ত অ্যাকাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম সহ মোট ১০০টি বিদ্যালয় কিভাবে সরকারের হাত থেকে বেসরকারি হাতে গিয়ে শিক্ষায় গুণগতমান বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি প্রাইট-ইন-এইড-এ থাকা বিদ্যালয় এবার নিজেদের মান বৃদ্ধি করতে সরকারি হাতে আসবে কিনা সেই প্রশ্ন জানা না গেলেও ইতিমধ্যেই এমন একটা ইঙ্গিত যেভাবে ফুলকির মতো জলে উঠেছে তা দেখে অনেকেই নানারকম আশঙ্কার কথা ভাবছেন। জানা গেছে, বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভূগোল পড়ান সূমিত্রা সেন চৌধুরী নামের এক পিজিটি শিক্ষিকা। এই বিদ্যালয়ে চাকরিরত কোনও শিক্ষকেরই এতদিন পর্যন্ত কোনও বদলি হয়নি। এই বিদ্যালয় থেকেও কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকা অন্য কোনও বিদ্যালয়ে বদলি হননি আবার অন্য কোনও বিদ্যালয় থেকেও কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকা এই বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে আসেননি। কারণ, এই বিদ্যালয়টি রাজ্য সরকারের প্রাইট-ইন-এইড-এ চলা

একটি বেসরকারি বিদ্যালয়। শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন হলে বিদ্যালয় পরিচালন কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সরকারি নিয়ম পদ্ধতি মেনে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করে ফেলেন, এটাই রীতি। কিন্তু সম্প্রতি বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর থেকে একটি বদলির আদেশ বের হয়েছে। এই বদলির আদেশের ৫ নং ক্রমতালিকায় রয়েছে সুমিত্রা সেন চৌধুরী নাম। সঙ্গে বিদ্যালয়ের নামও রয়েছে। বলা হয়েছে, সুমিত্রা সেন চৌধুরীকে বদলি করা হয়েছে অমরপুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হেড অফ অফিসের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। হঠাৎ করে এমন বদলির আদেশ পেয়ে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে পড়েছেন এই শিক্ষিকা। তার বক্তব্য, এমন বদলির আদেশ পেয়ে তিনি তো আকাশ থেকে পড়েছেন। কারণ, এই বিদ্যালয় তথা প্রাইট-ইন-এইড-এ চাকরি পেলে কোনওদিনই বদলি হবেন না, এতদিন পর্যন্ত এটাই তিনি জেনে এসেছেন। কিন্তু দুঃস্বপ্নেও জানেন নি রাজ্য সরকার চাইলে এই বিদ্যালয় থেকেও বদলি করতে পারে। তবে এর আইনগত কোনও বৈধতা রয়েছে কিনা সেই প্রশ্ন পরে হবে। কারণ, এই বিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্রে

• এরপর দুইয়ের পাঠায়

## পুলিশ ও টিএসআর’র মুখে বিষ্ঠা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ডিসেম্বর।। পুলিশি জীবনে বহু ঘটনা দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকলেও মঙ্গলবার এমন এক ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। যে ঘটনা তাদের কর্মজীবনে কোনওদিন ঘটেনি, কল্পনাও করতে পারেননি। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি পামা লাল সেন। বিশ্রামগঞ্জ থেকে প্রতিনিয়ত বাইক চুরির ঘটনায় সম্প্রতি চোরাক্রের সন্ধান পায় পুলিশ। এই চক্রের অন্ততম পান্ডা সবুজ ওরফে জাহাদির হোসেনকে তার সোনামুড়ার বাড়ি থেকে গ্রেফতারও করে তারা। মঙ্গলবার বিশ্রামগঞ্জ থানায় মেডিক্যাল করিয়ে বিশালাগড়ের এসডিজেএম আদালত নিয়ে যাওয়ার পরই আসল কাণ্ড ঘটায় সবুজ ওরফে জাহাদির হোসেন। জানা গেছে, জাহাদিরকে নিয়ে পুলিশের ভ্যান যখন হেচরমিরি পেরিয়ে পরিমল চৌমুহনির কাছাকাছি তখনই গাড়িতে পায়খানা করে দেয় অভিস্যুত সবুজ। আর সেই বিষ্ঠা হাতে নিয়ে গাড়িতে তার পাহারায় থাকা পুলিশ কর্মীদের চোখে মুখে মেরে গাড়ি থেকে সোজা কাঁপ মারে সে। আর চোখে মুখে বিষ্ঠা নিয়েও



এক পুলিশ কর্মী গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে তাকে ধরে ফেলে। অবশ্য ততক্ষণে চলন্ত গাড়ি থেকে পড়ে হাতে-পায়ে এবং মাথায় চোট পেয়ে গুরুতর জখম হয় সবুজ ওরফে জাহাদির। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ফের বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। কিন্তু তার আঘাত গুরুতর

• এরপর দুইয়ের পাঠায়



## সোজা স্পোর্টস জন্মুখী

আগরতলা পুর নিগম সহ রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতের মেয়র ও চেয়ারম্যানদের নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করলো ভোটে জিতে আসা শাসক তথা বিজেপি দল। ২৮ নভেম্বর ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর আটদিন সময় লাগলো মেয়র এবং চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষণায়। তবে ডেপুটি মেয়র এবং ভাইস চেয়ারম্যানদের এখনও সরকারিভাবে ঘোষণা করা যায়নি বা হয়নি। সম্ভবত এখনও এই নামগুলি নিয়ে শাসক দল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যেতে পারেনি। অবশ্য এসব কিছু প্রত্যাশিত। কেননা এবার পুর নিগম সহ বিভিন্ন পুরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতে যেভাবে ভোট হয়েছে এবং যেভাবে শাসক দলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন তাতে তো সবাই মেয়র বা চেয়ারম্যান, ডেপুটি মেয়র বা ভাইস চেয়ারম্যান হতেই পারেন। সবাই তো নিজেদের যোগ্য মনে করতেই পারেন। তবে শাসক দল নিশ্চয় ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মেয়র, চেয়ারম্যান, ডেপুটি মেয়র এবং ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন। কেননা ২০২৩ নির্বাচন বেশি হলে ১৭-১৮ মাস। আর এই সময়ে নগরগুলিতে ব্যাপকভাবে কাজ করতে হবে। মানুষ কিন্তু ৪৪ মাসে প্রত্যাশিত সার্ভিস পায়নি। তাই পুর নিগম ও পুরসভাগুলির দায়িত্বে যারা এসেছেন তাদের উপর বাড়তি চাপ থাকবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, যারা মেয়র বা চেয়ারম্যান হয়েছেন তাদের সাফল্য বা ব্যর্থতার উপর কিন্তু অনেক জায়গায় ২০২৩ নির্বাচনে ভোট হতে পারে। এখন দেখার, মেয়র ও চেয়ারম্যানরা কতটা জন্মুখী কাজ করতে পারেন যা দলের জন্য পজিটিভ হয়।

### পুলিশ ও টিএসআর’র মুখে বিষ্ঠা

● **প্রথম পাতার পর**  হওয়ায় বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেন। এই ঘটনায় তাজ্জব হয়ে যাওয়া পুলিশের বক্তব্য, চাকরি জীবনে অনেকে চোর-ডাকাত-খুনি- অভিশৃঙ্খ অনেকেই তারা প্রেফরার করেছেন। নানা জায়গা থেকে নানারকম অভিজ্ঞতার সাক্ষী থেকেছেন তারা। কিন্তু কোনও অভিশৃঙ্খ এমন কাণ্ডও ঘটতে পারে তা তাদের কল্পনার বাইরে। অনেকদিন ধরেই বিশ্রামগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে বাঁক চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। এই ঘটনায় নাজেহাল বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। কিন্তু কোনওভাবেই চোরাক্রের সন্ধান পাচ্ছিলেন না তারা। সম্প্রতি বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামের সামনে আগের রস বিক্রেতা এক যুবককে সন্দেহবশত আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। সেই যুবককে জেরা করেই আস্ত চোরাক্রের সন্ধান পেয়ে যায় তারা। এর ভিত্তিতে সোানামুভার আঙুলিয়া এলাকা থেকে সবুজ মিঞা ওরফে জাহাঙ্গির হােসেন নামক এক যুবককে আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে তারা। মদলবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সবুজ ওরফে জাহাঙ্গিরকে বিশালাগড় এসেডিজেন্রম আদালতের দিকে রওনা দেয় তারা। তার পাহারায় থানা গাড়ির ভেতরে হেড কনস্টেবল নারায়ণ দেববর্মী, টিএসআর হাবিদাশ বসায় কণ্ঠ সাহ এবং টিএসআর জওয়ান ব্রজশ্যাম মুন্ডাসি। গাড়িতে গেছে সবুজ মিঞা ওরফে জাহাঙ্গির উর্কিবুর্কি মারতে শুরু করে। কিন্তু পুলিশ কর্মীদের সতর্ক দৃষ্টি দেখেই সে বুঝে যায় এখান থেকে পালানো অসম্ভব। তাই নতুন ফন্দি আঁটে সে। কিন্তু তখনও উল্লেখিত পুলিশ কর্মীরা বুঝতে পারেননি, চাকরিজীবনে তাদেরকে এমন অস্বস্তিকর এক পরিস্থিতির শিকার হতে হবে। পরিমল চৌমুহনি এলাকায় আসতেই নিজের জামা-পাট্টে পায়খানা করে দেয় ওই অভিশৃঙ্খ। এরপর সেখান থেকে নিজের হাতে নিয়েই এই পুলিশ কর্মীদের চোখে-মুখে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করতে শুরু করে। পুলিশ কর্মীরা কিছু বুঝে উঠার আগেই চলন্ত গাড়ি থেকে পিচের রাস্তায় ঝাঁপ দেয় অভিশৃঙ্খ সবুজ। কিন্তু ততক্ষণে চোখে-মুখে বিষ্ঠা নিয়েও টিএসআর জওয়ান ব্রজশ্যাম মুন্ডাসি চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ মারে রাস্তায় আর সঙ্গে সঙ্গে পাকজড় করে নেয় ওই যুবককে। আহত অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তার পাহারায় এখন কড়া নিরাপত্তা বলায় তৈরি করা হয়েছে বলে খবর। তবে তার বিরুদ্ধে এবার নতুন ধারাও যুক্ত করেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। যে কা্যদায় সবুজ মিঞা ওরফে জাহাঙ্গির ঝাঁপ মেরোছে এবং গালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে এতে পুলিশের অনুমান, সে দাগি আসামি। যেকোনও ধরনের অপরাধ সে করতে পারে। নইলে পালানোর জন্য এভাবে পায়খানা করে চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপ দেওয়ার মতো সাহস কোনওভাবেই সে দেখাতে পারতো না। একজন অভিশৃঙ্খের দ্বারা এমন ঘটনায় সজ্জিত শুধু বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ নয়, অন্যান্য পুলিশও। কারণ এই জাতীয় ঘটনা তাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

### গোটা রাজ্যে ভূমিকম্প

● **প্রথম পাতার পর** এমনভাবে বদলির কোনও সংস্থান আছে বলে বিদ্যালয় পরিচালক মণ্ডলী পর্যন্ত মনে করতে পারছেন না। তাদের বক্তব্য, হঠাৎ করে কিভাবে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা এমন বদলির আদেশ ধরাতে পারেনা তা নিয়ে তারাও সন্দিহ্বা। বিবায়টি নিয়ে তারা দক্ষতারের উপর মহলে কথা বলতে শুরু করেছেন। তবে এর মধ্যে ভুলচুকবো বাগানটাকেই বেশি করে দেখাচ্ছে। আবার অনেকেই বলছেন তরুণী আইএএস অফিসার চান্দী স্মরণ ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসনে দরফত দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। তিনি যখন কোনও আদেশপত্রের স্বাক্ষর করেছেন, তখন এর পেছনে বহু যুক্তিতর্ক-আইন-কানুন ইত্যাদি থাকেও অস্বাভাবিক নয় বলে তারা মনে করেছেন। সুস্মিতাদেবীও জানিয়েছেন, তিনি এ নিয়ে বিভ্রান্তি পক্ছিল জানেন না। তবে তার প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন। সতিই যদি ভুলচুক না হয়ে এমন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তিনি হয়তো-এ বা বিষয়ে আইনের আশ্রয়ও নিতে পারেন। তবে অনেকেই অভিজ্ঞতা থেকে জানা গিয়েছে, ইতিপূর্বে বহুবার ১০৩২-৩র চাকরিচ্যুত শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে। বহু দিন আগে মৃত্যু হলেও এমন শিক্ষকেরও বদলি হয়েছে বহুবার। পরে অবশ্য ক্ষমা চেয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক কিবা আমলা ভুল গুণারে নিয়েছেন। এক্ষেত্রেও একই ধরনের কাণ্ড ঘটতে পারে বলে অনেকেই অনুমান। নইলে হঠাৎ করে বিসোলিয়া বিদ্যাপীঠের এক শিক্ষিকাকে সরকার বদলি করতে যাবে কেন? আবার চক্রান্তের গন্ধও পাচ্ছেন অনেকে।

### টিকাপ্রাপকের তালিকায় মোদি

● **ছয়েরপাঅর পর**  প্রিয়দর্শিনী জানিয়েছেন, এই ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে কার গাফিলতিতে এমন কাণ্ড ঘটেছে। তার কথায়, “এটা গুরুতর অপরাধ। আমরা কড়া নজরদারি চালাচ্ছি। কিন্তু তার পরেও কী ভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু কার্পি নয়, সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নজরদারি চালানো হবে। এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।” এ প্রসঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডে বলেন, “বিষয়টি আমার দৃষ্টিতে নজরে পড়বে আসা মাত্রই দুই কম্পিউটার অপারেটরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তদন্ত করতে বলেছি। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।”

### ওমিক্রনে আক্রান্ত ৯ জন

● **ছয়ের পাতার পর**  ওমিক্রন আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল কমান্টিকে। সেখানে দুই ব্যক্তির শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ে। তাঁদের মধ্যে এক জন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ওই রাজ্যে ফিরেছিলেন। এবং পরে তিনি দেশ ছেড়ে দুবাই চলে যান। দ্বিতীয় জন স্বাস্থ্যকর্মী। কিন্তু তিনি বিদেশে যাননি। কী ভাবে তিনি আক্রান্ত হলেন, তা খতিয়ে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। গুজরাটের জামনগরে আরও এক জনের দেহে ওমিক্রন পাওয়া যায়। এর পর মুম্বইয়ের এক মেরিন ইঞ্জিনিয়ারের দেহে এই ভাইরাসের হিমশিল হয়েছে। তারপর ধরা পড়ে দিল্লিতেও। আক্রান্ত ব্যক্তি তানজানিয়া থেকে দিল্লিতে ফিরেছিলেন। কোভিড-এর এই নতুন রূপকে নিয়ে ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ভারত-সহ একাধিক দেশ আন্তর্জাতিক বিমানে আগত যাত্রীদের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন-সহ অনেকে দেশ সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া শুরু করেছে।

#### আবার ডুবল লাল-হলুদ

● **সাতের পাতার পর**  দলকে এগিয়ে দেন ওটিজ। পাঁচ মিনিট পরেই ম্যাচে দ্বিতীয় বারের জন্য সমতা ফেরায় লাল-হলুদ বাহিনী। ফ্রি কিক থেকে ঝাঁ পায়ের শটে গোল করেন দেবিসেন্ভিচ। বিরতির আগে ফের এগিয়ে যায় গোয়া। আত্মঘাতী গোল করেন ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোলের নায়ক পেরোসেন্ভিচ। প্রথমার্ধের শেষে ২-৩ গোলে পিছিয়ে সাজঘরের যায় লাল-হলুদ বাহিনী। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে গোল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে ইস্টবেঙ্গল। ৫৯ মিনিটের মাথায় প্রায়শস্ত করেন পেরোসেন্ভিচ। গোয়ার রফেনের ভুলে বল পেয়ে বেশে কিছুটা টেনে নিয়ে গিয়ে বীরাজ সিংহকে পরাস্ত করে গোল করতে কোনও ভুল করেননি তিনি। খেলা যত গড়াতে থাকে দু’দলই গোল করার জন্য আক্রমণে ওঠে। ৭৯ মিনিটের মাথায় ডান প্রান্তে বল ধরেন ওটিজ। তিনি বল বাড়ান অরক্ষিত অবস্থায় থাকা নগুয়েরার দিকে। গোল করতে ভুল করেননি তিনি। ৪-৩ গোলে এগিয়ে যায় গোয়া। বাকি সময়ে আর গোলা আনেনি। শেষ পর্যন্ত হেরে মাঠ ছাড়তে হয় ইস্টবেঙ্গলকে।

### ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা

● **পাঁচের পাতার পর**  করে দানব রণী জাওয়াদের আক্রমণে ভিত্তিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন ধর্মনিগর ও পানিসাগর মহকুমা এলাকার চাষিরা। কথায় আছে ‘যদি বর্ষে আনেন, রাজা যাইন মাগনে’। এ সময়ে পাকা ধান কাটতে না পারায় মাঠেই পচন ধরতে শুরু করেছে। এদিকে ডিউলাম আর ডি রুকের অন্তর্গত ছেচিডুইই গ্রাম পঞ্চায়েতের থানা ভান্সা ছেচিডুইই জাতীয় সড়কের দু’পাশের জমিগুলো বালুয়াছড়ি এবং মল্লপাড়া এলাকা। ছেচিডুইই গ্রাম পঞ্চায়েতের এই চারটি এলাকা পাতা সবজির জন্য ডিউলাম প্রকল্প মধ্য পরিচিতা। প্রতি ঘরে ঘরে কৃষক আছে। এক কৃষক চোখের জল ফেলে জানান, তিনে কানি জমিতে লাউ চাষ করেছিলেন। প্রায় ৭০০০০ টাকা খরচ হয়েছে। সবেমাত্র লাউ বিক্রি শুরু করেছিলেন। রাস্পাপানিয়া নদীর জল ছেয়ে গিয়েছে পুরো মাঠে। রাস্পাপানিয়া নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের দাবি করেছেন ওই কৃষকরা। সোনামুড়া মহকুমার সবজির ভান্ডার হিসেবে পরিচিত গ্রাম বেজিমাার সিংহভাগ পরিবার সবজি চাষের উপর নির্ভরশীল। সঙ্গে বছরে দুটি মরসুমে ধান চাষ করে জীবন-জীবিকা রক্ষা করে পরিবার নিয়ে বেঁচে আছে তারা। কিন্তু অকালবর্ষণে সবজি ক্ষেতগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। কৃষকরা দাবি তুলেছেন কৃষি দফতরর তত্তাবধায়ক সৃজিত কুমার দাস ও বাগাফা রুকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস। একইভাবে করবুক মহকুমার কৃষকরাও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। করবুক এবং শিলাছড়ি রুকের অন্তর্গত সমতল অংশের কৃষি জমি জলে তলিয়ে গেছে। কৃষকরা সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

## জন্মত

কলমতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

## অভিশপ্ত ফিল্মড ঃ বঞ্চনার ইতিহাসে টেট শিক্ষকরা

সারা ভারতবর্ষের গৃহীত নীতির  উন্টোপথে হেঁটে নজির গড়তে চলেছে মডেল রাজ্য ত্রিপুরা। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে টেট শিক্ষকদের বঞ্চনা এমনটাই দাবি করছে বলে তথ্যভিজ্ঞ মহালের খারণা। রাজ্যে দীর্ঘদিনের শিক্ষক নিয়োগের শ্রান্ত নীতির অবসান ঘটিয়ে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে প্রথম এনসিইআরটির গাইডলাইন মেনে টেট ও যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। গুণগতমানের শিক্ষা প্রসারে এক মাইলফলক সূচিত হয়। কিন্তু দূর্ভাগোর হলেও সত্য তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে ফিল্মড প্রথায় শিক্ষকদের নিয়োগ করে এক বঞ্চনার ইতিহাস রচনা করে। ২০১৮ সালে নতুন প্রতিষ্ঠিত বিজেপি-আইপিএফটি (জোট সরকার সেই বঞ্চনার ইতিহাস জিইয়ে রেখেছে। সারা ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে টেট শিক্ষকদের ফিল্মড প্রথায় নিযুক্তি নেই। অত্যা শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের ধরজাধারী বর্তমান সরকার সেই বঞ্চনার আণ্ডনে ঘূতাহতি দিয়ে কি বার্তা দিতে চাইছেন তা নিয়ে শিক্ষানুরাগী মহলে খোঁশাশ। পূর্বনত বামফ্রন্ট আমলে টেট শিক্ষকদের ফিল্মড প্রথার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন লড়াই করে এসেছিল। তৎকালীন সরকারের রক্তচক্ষু ভয় উপেক্ষা করে সংগঠন নিরলস সংগ্রামে মাঠে নোমেছিল। পরিণামহেতু অনেক শিক্ষক নেতৃহ্রকে সরকারের রোযানলে পড়ে দূর-দুরান্তে বদলি পর্যন্ত হতে হয়েছে। অত্যা এই টেট সংগঠন তখন বুক চিতিয়ে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে সরকার পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টেট শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের দাবিকে সামনে রেখে শীতের সকালবেলা আগরতলা গান্ধিমূর্তির পাদদেশে গণঅবস্থানে शामिल হয়েছিল টেট সংগঠন। তৎকালীন ১৮-র নির্বাচনের প্রাক্কম্‌হুত্রে গণ-অবস্থান মাঞ্চে বর্তমান বিজেপির নেতৃহ্র কমর্চারী সন্ত্রোষ সাহা, মুখপাত্র ড. অশোক সিনহা প্রমুখ शामिल হয়েছিলেন। এব টেট শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের সপক্ষে সফাইই গয়েছিলেন। এমনকী তৎকালীন বাম সরকারের ট্রাফফরমার পরিবর্তনে টেট শিক্ষকদের शामिल হতে আহ্বান রেখেছিলেন। নির্বাচনি ইস্তহাযেরও টেট শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ হয়। তবে দূর্ভাগোর হতেও সত্যি এত চালাও প্রতিশ্রুতির বাণী আজ নীরবে নিকুতে ঝাঁমে। সেনিন যে সমস্ত টেট শিক্ষকদের পাশে থেকে আন্দোলনকে চালাক রেখেছিলে তাদের প্রতি আজও টেট শিক্ষকরা বিচারের বাণী স্পষ্ট দিয়ে অপেক্ষায় আছেন। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরা টেট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা থেকে সচিবের কাছে বিভিন্ন সময়ে ডেপুটেশনে মিলিত হন। রায়ের শিক্ষামন্ত্রী দরবারে বাস্তবায় হানি দিয়ে এই সংগঠন তাদের দুখ্য দুর্দশা ও বঞ্চনার কথা  তুলে ধরেন। কিন্তু বারবার আবেদনের পরেও শিক্ষামন্ত্রীর বুলি থেকে শুধু প্রতিশ্রুতির ফান্স ছাড়া সরকার সাম্যানের ছিটেফৌঁটা উদোগ্য করেন জোটেনি টেট শিক্ষকদের। এটাও সত্যি, দীর্ঘ বঞ্চনাকে বুকে ঢেপে রেখে টেট শিক্ষক সংগঠন সর্বদা এই জোট সরকারের পাশে থেকে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অশীর্ষাদায়ের ছাপ রেখে গেছেন। এত বঞ্চনার পরেও টেট শিক্ষকরা সত্য সমাপ্ত পুরনিগম ও পুর পরিষদ নির্বাচনে সরকারের পক্ষে সওয়াল করে গেছেন। অত্যা শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্যান্য বড় বড় মস্‌দলি সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিলেও কতকূ বরসারকে মাইলেজ দিতে পেরেছেন তা সত্য সমাপ্ত পুর নির্বাচনেই প্রমাণ মিলে, এমনটাই অভিমত রাজনৈতিক মহলের। রাজ্যে এনসিইআরটির পাঠ্যবই সূচনা থেকে শুরু করে নতুন দিশা— প্রত্যেকটি প্রকল্পে বর্তমান সরকারের যে সাফল্যের খতিয়ান তাতে প্রত্যেক টেট শিক্ষকরা অবদান রেখে গেছেন তার নজির দফতরেও অস্বীকার করার উপায় নেই। সর্বদা সরকারের পাশে থেকেও এই টেট শিক্ষকদের বঞ্চনার ইতিহাস আগামীদিনের গুণগতমানের শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে না তো? এরকম প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে শিক্ষা মহলে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর টেট-এ নিযুক্ত প্রথম ব্যাচের ৫ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। জন্মালয় থেকে এই সংগঠন এই অভিশপ্ত ৫ বছর ফিল্মড প্রথার বিশেষ সাধনে লড়াই করে আসছে, লড়াই এখনও জারি। এখন দেখার বিষয়, সরকার বাহাদুর এই অভিশপ্ত প্রথার বিশেষ গটিয়ে নজির গড়বে কিনা। অপেক্ষার আর মাত্র ৬ দিন। রাজ্যের শুভবিক্ষিস্পন্ন শিক্ষিত মহল তাকিয়ে আছে বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্তে দিয়ে।

ইতি - টেট শিক্ষকবৃন্দ

## মুক্ত প্রধানশিক্ষক উত্তম

● **প্রথম পাতার পর**  ভাণ্ডারর হচ্ছেন। নিজেকে সব সমা় শাসক দলের সমর্থক হিসাবে পরিচয় দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছেন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর আগে আগরতলাতে ত্রিপুরা ম্যাশিনা কর্মীদের খাতা দেখার সমা় এক কর্মীকে কামড় দিয়ে আঘত করেছিলেন এই একই প্রধান শিক্ষক। রান্জাঙ্কর ওই ঘটনাটি শিক্ষকদের সংগঠনের কয়েকজন নেতৃহ্রের হস্তক্ষেপে ধাপাচাপা পড়ে গেলেও, নিজের অভ্যাস এবং খেলাস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেননি উক্তব্যব। বিদ্যালয়ের এসপি, এপিটি, ওবিশি ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ ফর্ম পূরণ নিয়ে বিদ্যালয়ের একজন ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক টিকা নয়-বহু করতে পারেন, এ বিষয়টি চিন্তায় আনাও রীতিমতো অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এরপরও উক্তব্যবৃন্দের মতো অনেক শিক্ষক, শিক্ষিকারাই নানা অন্যা্য কারণে ও বহাল তরিয়তে চাকরি করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, বিনা সরকারি স্বীকৃতিতেও বহু শিক্ষক, শিক্ষিকা নিজেদের উজাড় করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করার স্বপ্নে বিভোর। বৈশ্ববীত্যের এই চরম বিষয়টি বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরে বেশি করে দৃশ্যমান। এই খবর প্রকাশের পর রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর ঘটনাক্রির সঠিক তদন্ত করবে কিনা এবং এর কোনও সুরাহা হয় কিনা, সেটাই এখন দেখার।

### চালকের আসনে অনূর্ধ্ব ১৯ দল

● **সাতের পাতার পর**  করতে হবে।বিহারের বিরুদ্ধে জয় না পেলে কোচবিহার ট্রফিতে জয়হীন অবস্থাতেই শেষ করতে হবে। কারণ গ্রুপে ত্রিপুরা এবং বিহারই সবচেয়ে দুর্বল দল। তাই এরকম একটি দলের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার জন্য অবশ্যই ত্রিপুরার ক্রিকেটররা ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভরসা জোগানোর মতো বোলিং করেছে ত্রিপুরার ত্রয়ী স্পিনার। আগামীকালও সৌরভ, সন্দীপ এবং অর্কজিং-র বোলিং-র দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে ত্রিপুরাকে।

### ‘বদলা’ নেওয়ার হুমকি

● **ছয়ের পাতার পর**  চালাচ্ছে কেন্দ্র। কিন্তু অপূর অংশটি এখনও জঙ্গি আন্দোলন চালাচ্ছে। শনিবার এই জঙ্গি আন্দোলন দমন করার হেতু ওই এলাকার তন্ত্রাশি চালাচ্ছিলেন নিরা পতরা কর্মীরা। সেসময়ই গুলি চালনায় সাধারণ নাগরিকদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। যা নিয়ে এবার ওই বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনটি সতব হল।

### হিংসা ছড়ানোয় চার মামলা

● **আটের পাতার পর** -  তদন্তটি করা হচ্ছে। এদিনই বিকালে মেলাঘর থানায় চতুরদের বাসিন্দা অমির মোয়তিয়ার বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে পুলিশ। মামলার নম্বর ৭৮/২০২১। ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং সাইবার পুলিশ সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া পোস্টগুলি তদন্ত করে দেখছে। পুলিশের বক্তব্য, সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে কিছু লোক রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার যড়যন্ত্র করছে। তাদের বিরুদ্ধেই মামলাগুলি নেওয়া হয়েছে।

## ছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ

● **আটের পাতার পর** -  সহযোগিতায় গ্রেফতার করানো হয়। আসাম পুলিশের সাহায্যেই সোমবার জিতেন্দ্র এবং কাজলকে ধর্মনগর আনা হয়। আদালত মঙ্গলবার দুই অভিশৃঙ্খকে জেলহাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। তাদের এখন ঠিকানা ধর্মনগর সাব জেল।

### মামলা থেকে খালাস

● **আটের পাতার পর** -  তিনি মঙ্গলবার জানিয়েছেন, পুলিশ শান্তিপ্রিয় আন্দোলনে লাঠিচার্য করছে ছিল। থেঁদেনড ছুড়ে। পুলিশের আক্রমণে অনেক আন্দোলনকারী জখম হন।

পাশ্া পুলিশ গিয়েই সুমনের বিরহ্‌ন্দে মামলা নেয়। এই মামলায় আদালত তাকে বেকসুর খালাস দিয়েছে। এই ঘটনার পরিকার সত্যকে ঢেকে রাখতে মিথ্যে মামলা দিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষতে চেষ্টা করছে বিজেপি শাসিত সরকার।

### চোরের হানা

● **আটের পাতার পর** -  চুরির পেছনে এই দুর্বৃত্তদের হাত রয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আশিসও এই ধরনের সন্দেহ করছেন। হিন্দু মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘিরে গোটা এলাকাতেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

### শুরু লোগোর অপব্যবহার

● **প্রথম পাতার পর** ব্যবহার কার্ণত মূল বিষয়টিকে ম্লান করে দিচ্ছে। আর এতে রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের ভূমিকা অগ্রগণ্য। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির ৭৫ সপ্তাহ আগে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে ক্যাস্পেইনটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন, তা ডাকি মার্চের ৯১তম বছরটিকেও ঐতিহাসিকভাবে মনে করান। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতির তরফে আজদি কা অমৃত মহোৎসব’র সুনির্দিষ্ট লোগো ব্যবহারের নানা নিয়মাবলী করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রককে দায়িত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, একেকটি রাজ্যে যত সংখ্যক পত্রিকা, চিঠি চ্যানেল ইত্যাদি রয়েছে, তাতেও বিষয় ভিত্তিকভাবে লোগোটি ব্যবহৃত হতে পারে। অত্যা, রাজ্যে এখন পর্যন্ত তথ্য সংস্কৃতি দফতরের তরফে এই বিষয়টি সম্পর্কে মিডিয়া কর্তৃপক্ষকে কিছুই জানানো হয়নি। ঠিক কখন, বা কোন অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপটে আজদি কা অমৃত মহোৎসবের লোগোটি ব্যবহার করা যাবে, তা এখনো জানানয়ি তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। শুধু এই দফতর নয়, লোগো ব্যবহার এবং গাইডলাইন না মেনে যত্রতত্র এর ব্যবহার আদতে গোটা উদ্দেশ্যটাকেই ম্লান করে দিচ্ছে। যেভাবে একেকটি রাজ্যে এই লোগোটি অত্যন্ত সূচিস্তিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এ রাজ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি ঠিক উল্টো। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও এই বিষয়ক অনেকেই ইত্যাদি করেছেন। খুব শীঘ্রই প্রত্যেকটি দফতরকে এই বিষয়টি নিয়ে যদি এখন থেকে সজাগ না করা হয়, তাহলে স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষের আরো বেশ কিছু সপ্তাহ বাকি থাকতেই বিষয়টি তার গৌরব হারাবে।

### জরুরি অবস্থা,নিষিদ্ধ সমিতি

● **প্রথম পাতার পর** সাথে সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দর কষাকষি করতে পারে, সেটা সংগঠনের অধিকারের মধ্যে পড়ে। সরকার বা কর্তৃপক্ষকে কল বলাতে বাধ্য থাকেন। ত্রিপুরায় ফয়ার সার্ভিসেস’র কর্মীদের কোনও ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না কোনওকালেই। সাধারণ এরকম সরকারি দফতরে ট্রেড ইউনিয়ন কোথাও থাকে না। ত্রিপুরা সরকার সব ধরনের সমিতি/সংগঠনই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ত্রিপুরা ফ্যার এন্ড ইমারজেন্সি সার্ভিসেস’র ওয়েবসাইটে ‘হাউ ওয়েল ইকুইপড ত্রিপুরা ফ্যার সার্ভিস’ অংশে এই সরকারের আমলের কোনও কিছুর কথা নেই। যা আছে সবই অতের আমলের। একটি ৩২ মিটার উঁচু হাইড্রোলিক প্ল্যাটফর্ম’র কথা বলা আছে, তা কেনা হয়েছিল ২০১২ সালে। সেটা দিয়েই বহুতলের বিপদে ছুটে যেতে হয়। যে গাড়ি ছবি দেওয়া আছে ২০১২ সালের, পোর্টেবল ফয়ার পাশ্প’র ছবি ২০১৩ সালের। এই ওয়েবসাইটে আপডেট হয় না, তাও বলা যায় না কারণ সংগঠন নিষিদ্ধ করার নোশিঁ সেখানেই আছে। নতুন মন্ত্রী হয়েছেন রামপ্রসাদ পাল, তার নাম আছে ‘পি মানোজমেন্ট’র তালিকায় একবারে প্রথমে। বছরে কত কল আসে, কত জাম-লাল রক্ষা পেয়েছে, তার পরিসংখ্যান আছে। নিয়মিষ্টই আপডেট হচ্ছে। ফলে ২০১২ সালের, ২০১৩ সালের ছবি ইঙ্গিত করে নতুন সরকারের আমলে বলার মত কিছু নেই। ভারত সরকারের স্ট্যাটিং ফ্যার আডভাইসরি কমিটি/কার্‌ডিণার এই সুপারিশের সনদ প্রকাশ হয়েছিল প্রায় ২৩ বছর আগে। সেই সুপারিশ স্বশ্বল করে এখন দমকল কর্মীদের সংগঠন করার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই সুপারিশের পর দীর্ঘ তেইশ বছর কেটে গেছে, সংগঠনও ছিল, সংগঠন নিষিদ্ধ না হওয়ায় দফতরটির কর্মীরা দক্ষতা হারিয়েছেন বা আরও অদক্ষ হয়ে পড়েছেন বলে কেউ জানাতে পারেননি। সরকারি কর্মচারীদের নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি সরকারে এসেছিল, তার কিছুই পালন করেনি বলে বিরোধীরা সব সময়েই অভিযোগ তুলে আসছেন। সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে মুখামন্ত্রী আপত্তিকর মন্তব্য করছেন বলেও তাদের তীব্র অভিযোগ। ২০১৮ বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি সামাজিক মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চনা নিয়ে একটি ভিডিও প্রচার করত, তারে বলা হয়েছিল, বিজেপি ক্ষমতায় এলে, যার বেতন কৃতি হাজার, তার হবে চল্লিশ হাজার, আর তাই বেতন চল্লিশ হাজার, তার হবে সোয়া লাখ টাকা। সেরকম হয়নি এখনও। কংগ্রেস-টিইউজএস জোট সরকারের সময়ে ত্রিপুরায় পুলিশ বিগ্ৰহে হয়েছিল। নীচের দিকের পুলিশ কর্মীরা ধর্মঘটে शामिल হয়েছিলেন। সরকার তখন দমন-পীড়ন করেছিল, কিন্তু তার স্থায়ী প্রভাব থেকে নয়, পরের নির্বাচনেও তার প্রভাব পড়েছিল। সাধারণ মানুষের সেই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। সে বারের পুলিশে সংগঠন করার দাবি উঠেছিল আন্দোলনে। পুলিশকে যাও চালা, দোলাই সব অফিসারদের সংগঠন টাইই আছে। আইপিএস কাভারদের সংগঠনের কথা বছর দুই আগে প্রাক্তনমন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে গ্রেফতারের সময়ে এক আইপিএস অফিসার বরখাস্ত হওয়ার পরেই শোনা গিয়েছিল। তারাও ইউনিফর্ম সার্ভিসেরই কর্মী।

### ওমিক্রন, কড়া সতর্ক বার্তা

● **প্রথম পাতার পর** টিকার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। নইলে পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। চিকিৎসকেরা এদিন বলেন, ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের টিকাকরণ দ্রুত শেষ করতে হবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ওমিক্রন নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেন চিকিৎসকদের সর্বভারতীয় সংগঠনটি। তাদের বক্তব্য, ইতিমধ্যে একাধিক রাজ্যে ওমিক্রন আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। ভবিষ্যতে হেই সংখ্যা বাড়বেও যে কানে না। আইএমএ-র বক্তব্য, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো যে সব দেশে প্রথম ওমিক্রনের খোঁজ মেলে, সেখানকার বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ভাইরাসটি দ্রুত সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম। ফলে খুব তাড়াতাড়ি বহু সংখ্যক মানুষের সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কেন্দ্রের মাথাব্যথা বাড়িয়ে এদিন আইএমএ-র তরফে বলা হয়, যে সময়ে একটু করে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরছিল দেশে, সেই সময় ওমিক্রন বিপরীত পরিস্থিতি তৈরি করছে। আমরা যদি প্রয়োজনীয় সতর্কতা অতলঘনন না করি তবে ভয়ঙ্কর তৃতীয় ঢেউয়ের মুখে পড়তে হবে। ভারতের ৫০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক কমপক্ষে টিকার একটি ডোজ পেয়েছেন ইতিমধ্যেই। এর ফলেই পরিস্থিতি আগের তুলনায় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই কথা উল্লেখ করেও আইএমএ চিকিৎসকরা বলেন, এই কারণেই টিকাকরণে আরও মানোন্মেষ দেওয়া উচিত সরকারের। যা ওমিক্রনের দাপট রুখতে সাহায্য করবে। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে টিকা পৌঁছে দিতে হবে। যারা একটি ডোজ পেয়েছেন, তাদের জন্য দ্বিতীয় ডোজের ব্যবস্থা করতে হবে অতি দ্রুত।

### হাসপাতাল না যমালয়?

● **প্রথম পাতার পর** পজেটিভ অর্থাৎ ওই জওয়ান অস্ট্রেলিয়ার জন্ডিসে আক্রান্ত। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসক উনার চিকিৎসাও শুরু করে দেন। অস্ট্রেলিয়ার জন্ডিসের মত বিপজ্জনক রোগ নিরাময়ে ঔষধপত্রও লিখে দেন। কিন্তু ওই জওয়ান হাসপাতালের স্ট্রোলের উদর বিশ্বাস না রেখে ৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় একটি বেসরকারি ল্যাবে রক্ত পরীক্ষা করান এতে দেখা যায় HbsAg নেগেটিভ। সাথে সাথেই সে পার্শ্ববর্তী আরেকটি ল্যাবে পরীক্ষা করিয়ে দেনেন সেখানেও পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ। অর্থাৎ ওই জওয়ানের রক্তের নমুনায় অস্ট্রেলিয়ার জন্ডিসের লেসমাত্রও নেই। এখন প্রশ্ন হল, যে কঠিন রোগে সে আক্রান্ত নয় সেই রোগের ঔষধপত্রটি ব্যবহার করলে তার পরিণাম কতটা ভয়ানক হবে তারো তাই বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হবার প্রয়োজন নেই। জেলা হাসপাতালের ওই রিপোর্ট কার্ডে আরোও হাস্যকর বিষয় হল, তাতে লেখা আছে ওই জওয়ানের রক্তে সুগার ও এলবুমিন অনুপস্থিত। এখন প্রশ্ন হল, কোনও জীবিত মানুষের রক্তে কখনো সুগারশূন্য বা এলবুমিন শূন্য হতে পারে কি? একটি জেলা হাসপাতালের ল্যাব টেকনেশিয়ানের কি এতটুকু জ্ঞান নেই। এমনটাতো হতে পারে না। তাই কোথায় এবং কেন এই ভেতরকার তথ্য চালানি করতে গিয়ে যে ভয়ানক চিত্র পাওয়া গেলো তা এককথায় হাড় হিম করা সত্য। আর সত্য তুলে ধরা হবে পরবর্তী সংখ্যায়।

### মুখ পুড়লো সরকারের

● **প্রথম পাতার পর** মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ছিল ৫০। দেখা গেছে কেউ কেউ ৫০-এ ৫০-ই পেয়ে গেছেন। অত্যা টিপিএসসি থেকে শুরু করে ইউপিএসসি পর্যন্ত যেকোনও নিয়োগের ক্ষেটেই মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ১৫ থেকে ২০’র মধ্যে হয়। অত্যা সফেদ মৌখিক পরীক্ষার জন্যই ৫০ নম্বর রেখে দেয়। জাপান সরকার সফেদেই আগেই কালো তালিকায় রেখেছিল। অত্যা বন দফতর জাপান সরকারের না জানিয়ে সফেদের সঙ্গেই লোক নিয়োগের চুক্তি করে। এই মামলাটি শুনানির জন্য ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ইন্ড্রজিৎ মোহান্তি এবং বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বৈশেষ উঠে। মামলায় রাজ্য সরকারকে জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত। যথারীতি জবাব দেওয়ার পর মঙ্গলবারই মামলার ফয়সলা করে উচ্চ আদালত। উচ্চ আদালত সফেদের মাধ্যমে নিয়োগ বাতিল করেছে। শুধু তাই নয়, সামরনে দিনগুলোতে জাইকা প্রকল্পে নিয়োগে সংরক্ষণ মান্যতা দেওয়া-সহ জাপান সরকারের অনুমোদিত সংস্থাকে দেওয়ারও কথা বলতে উচ্চ আদালত। অন্যদিকে, সরকার পক্ষে মামলা পর্যালোচনা করেন সরকারি আইনজীবী বেনেদায় হুড্ডিচার্য। তিনি জানিয়েছেন, সফেদের মাধ্যমে নিয়োগ মনেনি উচ্চ আদালত। এই সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে দিয়েছে। যে কারণে সফেদের মাধ্যমে নিয়োগও বৈধতা হারানো। অত্যা এই সফেদের মাধ্যমেই রাজ্য সরকার এখন প্রত্যেক দফতরে নিয়োগ করছে। খোদ তথ্য সংস্কৃতি দফতরেও ৩৫ হাজার টাকার বিনিময়ে কয়েকজন স্ববাদপত্র কর্মী-সহ এক বিদ্যায়কের মেয়েকে নিয়োগ করেছে। এই নিয়োগের আগেও তথ্য সংস্কৃতি দফতরের কথা বলে বেশ কিছু নিয়োগ করা হয়েছিল। এই নিযুক্তদের তালিকায় ঢুকে পড়েছিলেন এক সাংবাদিকের ছেলেও। এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে বিপুল টাকার সেনেদনের অভিযোগ রয়েছে। সফেদের মাধ্যমেই নাকি নিয়োগ এখন চলছে টাকা লেনদেনের বিনিময়ে। এই ধরনের অভিযোগ প্রায়ই তুলছেন বহিষ্ঠত কোরারা। তাদের দাবি, শাসক দলের একনিষ্ঠ কর্মীদেরও নিয়োগের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না



# জল জীবন মিশন বাস্তবায়নে বৈঠক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যে জল জীবন মিশনের সঠিক বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন যে সমস্ত এলাকাগুলি রয়েছে সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ ও ট্রান্সফরমার স্থাপনের লক্ষ্যে মঙ্গলবার সচিবালয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী বীষু দেববর্মার অফিস কক্ষে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতর এবং বিদ্যুৎ দফতরের বীথ উদ্যোগে এক উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপমুখ্যমন্ত্রী বীষু দেববর্মার সভাপতিত্বে এদিনের বৈঠকে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। সভায় আলোচনায় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী বীষু দেববর্মার জল জীবন মিশনে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাসপিরেশনাল ব্লকগুলিকেও প্রধান্য দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাশাপাশি তিনি এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনা কার্যকর করে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্যে জল জীবন মিশন বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই



প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে মিশন মুড়ে কাজ করছে দফতর। সভায় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ১ মাসের মধ্যে ১৮১টি ট্রান্সফরমার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের ৭২২টি স্মলবোর ডিপটিউবওয়েল চালু করতে দ্রুত প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সংযোগেরও ব্যবস্থা করা হবে। বিদ্যুৎ সংযোগ এবং ট্রান্সফরমার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হলে বিশাল সংখ্যায় প্রায় ৩০ হাজার

পানীয় জলের কানেকশন দেওয়া সম্ভব হবে বলে সভার আলোচনায় উঠে আসে। এর জন্য ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ দফতরকে প্রয়োজনীয় অর্থও প্রদান করা হয়েছে বলে সভায় প্রদত্ত তথ্যে জানা যায়। সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতর এবং বিদ্যুৎ দফতরের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া পানীয় জল প্রকল্প সমূহের সঠিক বাস্তবায়নে এখন থেকে প্রতি মাসে বৈঠক করা হবে বলে সভায় আলোচনায় প্রাধান্য পায়। পানীয় জল প্রকল্প সমূহ দ্রুত কার্যকর করার জন্য সভা

থেকে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতর এবং বিদ্যুৎ দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে। সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেববর্মা রাজ্যে জল জীবন মিশনে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার প্রক্রিয়ার অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন করেন। সভায় বিদ্যুৎ দফতরের সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের মানোজিং ডিরেক্টর ড. এম এস কেলে প্রমুখ উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশ নেন।

## করোনায ফের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। করোনায় আবারও মৃত্যু। রাজ্যে পজিটিভ রোগীর সংখ্যা নামলেনও মৃত্যু কিছুতেই থামছে না। এখন পর্যন্ত ৮২৩জন পজিটিভ রোগী মারা গেলেন। মঙ্গলবার একজন মৃত্যুর সঙ্গে নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন ৮জন। তাদের মধ্যে ৫ জনই পশ্চিম জেলার। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২১৪৩ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১ হাজার ৮২৪ জনের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়। বাকিদের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়েছে। অ্যান্টিজেনেই ৮জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। সংক্রমণের হার ছিল দশমিক ৩৭ শতাংশ। এই সময়ে করোনা মুক্ত হয়েছেন ১৭জন। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যে ৭৫জন পজিটিভ রোগী চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় পজিটিভ রোগীর সংখ্যা নামলো ৬ হাজারে। এই সময়ে মারা গেছেন ২২০জন পজিটিভ রোগী।



# সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী দিলেন স্পষ্টীকরণ

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের থামীণ এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয় যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শূন্য বা অতি নগণ্য সেইসব বিদ্যালয়ের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা দফতর। এক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত দেশের বিভিন্ন বিখ্যাত সংস্থাকে ও সমস্ত বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করার জন্য শিক্ষা দফতর আহ্বান জানিয়েছে। মঙ্গলবার সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, গত ২৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার শূন্য বা অতি নগণ্য সে সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে গুণগতমানের শিক্ষা প্রদান করার উদ্যোগ নেবে শিক্ষা দফতর। তিনি জানান, রাজ্যে মোট ৪,২০০টির মতো বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ২,৬০০'র মতো বিদ্যালয় সরাসরি রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত এবং ১,৬০০টি বিদ্যালয় এডিসি দ্বারা পরিচালিত। রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এমন ৩টি বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে ছাত্রসংখ্যা শূন্য, ৩টি বিদ্যালয় রয়েছে ১ জন ছাত্র, ১টি বিদ্যালয়ে রয়েছে ২ জন ছাত্র এবং



২টি বিদ্যালয়ে রয়েছে ৩ জন ছাত্রছাত্রী। সেরকম এডিসি পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এমন ৪টি বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শূন্য, ২টি বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ১ জন এবং ৪টি বিদ্যালয়ে রয়েছে ২ জন ছাত্রছাত্রী। দীর্ঘদিন ধরেই এই বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এরকম অবস্থায় ছিল। রাজ্য সরকার সেই বিদ্যালয়গুলিকে চালু করার চেষ্টা করেছে। সে জন্য শিক্ষা দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের বিভিন্ন নামকরা শিক্ষা সংস্থার মাধ্যমে সেই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার মাধ্যমে গুণগতমানের শিক্ষা সম্প্রসারণ করা। তিনি জানান, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের শিখনস্তরের উন্নয়ন ঘটাতে, গ্রামীণ এলাকায় সেন্টার অব এক্সকেশনাল এঞ্জিল্পেড তৈরি করতে, শিখন পদ্ধতিতে নতুনত্ব আনতে, কম্পিউটার ও

অ্যাডভান্সড ভিক্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন শিক্ষা সংস্থাকে বিদ্যালয়গুলি ব্যবস্থায় যুক্ত হতে আহ্বান জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা সংস্থাগুলিকে দেশের অন্তত ২টি সি বি এস ই অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ১৫০০ মতো ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা পরিচালনা করার যোগ্যতা থাকতে হবে অথবা ১টি বিদ্যালয় হলে কমপক্ষে ১০০০ ছাত্রছাত্রী হতে হবে এবং দ্বাদশ মান পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের পর পর ৩ বছর গড়ে ৮৫ শতাংশ মার্কস থাকতে হবে। সেই সমস্ত সংস্থাগুলিকে রাজ্য সরকার জমি লিজ দেওয়ার ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ ডিসকাউন্ট দেবে। অনুরূপভাবে কোনও সংস্থার পরিচালিত বিদ্যালয়ে দ্বাদশমান পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের গড় নম্বর ৮০-৮৪ শতাংশ হলে ৫০ শতাংশ ডিসকাউন্ট এবং

৭৫-৮০ শতাংশ হলে ৪০ শতাংশ ডিসকাউন্ট দেবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে ইনভেস্টমেন্ট ফেসিলিটেশন কমিটি বিভিন্ন দিকগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমোদন দিলেই রাজ্য সরকার সেই শিক্ষা সংস্থাকে সরকারি সম্পদ বা জমি লিজে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ছাত্রছাত্রীর স্বল্পতার দরুন যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলি শিক্ষা সংস্থার হাতে পরিচালনায় দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে সেই বিদ্যালয়গুলি বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের বই, পোশাক সহ পড়াশোনার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার বহন করবে। পাশাপাশি ওই বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ আসন গরিব ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। রাজ্য সরকার সেই

সমস্ত গরিব ছাত্রছাত্রীদের বই, পোশাক ও পড়াশোনার ব্যয়ভার থুহণ করবে। থামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুণগত মানের শিক্ষা আরও বেশি করে প্রসারের জন্যই শিক্ষা দফতর এই পলিসি গ্রহণ করেছে। তিনি জানান, গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের ছোট্ট একটা অংশ এই সত্য বিষয়টিকে লুকিয়ে রেখে অন্যতর তথ্য প্রকাশ করে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। রাজ্যের শিক্ষা দফতরের উদ্যোগকে ভুল ব্যাখ্যা মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বনাশ থেকে না আনার জন্য শিক্ষামন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা চান্দনী চন্দ্রণ উপস্থিত ছিলেন।

## দিল্লির বৈঠকে

### অভিষেক

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর।। তৃণমূলের সংসদীয় কমিটির বৈঠকে ফের একবার কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার বাতী দিল্লির দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বিরোধী ঐক্য প্রসঙ্গে কংগ্রেস দ্বিচারিতা করছে। পশ্চিমবঙ্গে তারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ছে, আবার তৃণমূল যখন অন্য রাজ্যে যাচ্ছে কংগ্রেস তখন বিরোধী ঐক্য ভাঙার অভিযোগ তুলছে। মঙ্গলবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লি গিয়েছেন অভিষেক। রাজধানীতে পৌঁছে তিনি প্রথমে তৃণমূল সাংসদদের ধরনা মঞ্চে যান। এর পর, সংসদে দলের লড়াইয়ের কৌশল কী হবে তা নিয়ে দলীয় সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, বৈঠকে অভিষেক সাংসদদের বলেন, “বাংলায় আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে কংগ্রেস। আমরা গোয়ার মতো রাজ্যে গেলেই প্রশ্ন উঠছে বিরোধী ঐক্য নিয়ে।” ভয়মন্তহাবারবোর সাংসদ আরও বলেন, “কংগ্রেসের চেয়ে আমাদের কৌশল ভিন্ন হতে হবে। এর পর আমরা কোন্ রাজ্যে যাব তা এখনই প্রকাশ্যে আনছি না। যে রাজ্যে ছাপ ফেলাতে পারব সেখানে যাব।” বিজেপি-র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, “বিজেপি-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলবে। জনগণের জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।” এই বৈঠকে যে সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন না তাদের ‘শো-কন্ড’ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। রাজ্যসভা থেকে দোলা সেন ও শান্তা ছেত্রীর মতো সাংসদদের সাসপেন্ড করার পর লাগাতার গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধরনা-অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল। দিল্লি বোমানবন্দরে নেমে অভিষেক সিংহা চলে যান সেই ধরনা মঞ্চে। সাংসদদের সঙ্গে ধরনাতেও বসেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শান্তু সেন ও অপর্ণা পোদ্দার-ও।

# মডেল রাজ্যে নির্মাণকালেই ভূপতিত কোটি টাকার ড্রেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। প্রধানমন্ত্রীর মনমোহিনী স্লোগানগুলির অন্যতম হল ‘না খাওয়া, না খাওয়া দুঃখ’ অনুরূপ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্লোগান হল



দুর্নীতি মুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ডাবল ইঞ্জিনের প্রশাসনে বাস্তব সত্য হল- খাওয়া এবং খাওয়ানো দুটোই চলছে বেশ জম্পেশ ভাবে। ফলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা একটি আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। পরিণাম যা হওয়ার তাই, নির্মাণ চলাকালিই ভেঙে পড়েছে কোটি টাকার ড্রেন। তাও আবার জাতীয় স্তরের নির্মাণ এজেন্সি এন এইচ আই ভি সি এল- এর তত্ত্বাবধানে চলমান কাজ বলে কথা। গত দুই দিনের অকাল বর্ষণে আমবাসা বাজারে ঘটেছে স্বচ্ছ প্রশাসনের

মুখথুবড়ে পড়ার এই ঘটনা। যেখানে পাশে রাখা মাটি ধসে গিয়ে নির্মীয়মাণ ড্রেনের আর সি সি ওয়ালে সামান্য চাপ সৃষ্টি করতেই বেরিয়ে পড়েছে তথাকথিত মডেল রাজ্যের হাড়

অভিযোগ উঠতে শুরু করে। প্রথমে পুরোনো ড্রেনের কয়েক লক্ষ ইট গায়েবের পর নতুন ড্রেন নির্মাণে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠে। পাঁচ থেকে ছয় ফুট উঁচু ড্রেনের আর সি সি ওয়ালের প্রস্থ কোথাও কোথাও চার ইঞ্চিতে ঠেকেছে। রড ব্যবহার হচ্ছে সর্বোচ্চ ৬-৮ এম এম সাইজের। ব্যবসায়ীদের দাবি, এই ড্রেন ভেঙে পড়া ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। অকাল বর্ষণে এই ভাঙ্গন আংশিক হলেও কালের বর্ষণে ভাঙ্গন পূর্ণতা পাবে। বাজারের ব্যবসায়ীরা যখন তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল ঠিক তখনই ঠিকাদারের পক্ষে বহুমুখী যুক্তির ডালি সাজিয়ে ময়দানে উদয় হয় বাজার সেক্রেটারি অমৃত রায়। উনার মতে কাজ যথাযথই হচ্ছে। ঠিকাদারের পক্ষে সেক্রেটারি বাবু এই ব্যাট ধরায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভিন্ন প্রস্তাব জন্ম দিয়েছে। এদিকে জানা যায় যে, এন এইচ আই ভি সি এল থেকে কাজের বরাত পেয়েছে বহিরাংগে এক সংস্থা। আগে এই ড্রেন নির্মাণ শুরু করে ছে আগরতলার এক ঠিকাদারকে নিয়োগ করেছে। ওই ঠিকাদারই এই কাজটি করছে।

# জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক মান

## উন্নয়নে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের জনজাতিদের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে বহুমুখী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জনজাতিদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। মঙ্গলবার আগরতলার মেলাবাজারে নবকলেবরে নতুন ব্রিতল বিশিষ্ট কুমারী মথুরী রূপশ্রী অতিথিশালার উদ্বোধন করা হয়েছে। শিলং-এ জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বয়েজ হোস্টেল নির্মাণের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু করা হবে। এছাড়া জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে দিল্লি, গুয়াহাটি, চেন্নাই, মুম্বাই, হায়দরাবাদে এসটি হোস্টেল খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমতিয়া মঙ্গলবার আগরতলার মেলাবাজারে নবনির্মিত ব্রিতল বিশিষ্ট কুমারী রূপশ্রী ( কে এম আর ) অতিথিশালার উদ্বোধন করে একথাগুলি বলেন, ০.২৫৬ অতিথিশালায় মোট ৬৪টি শয্যা রয়েছে। এর মধ্যে ৩০টি পুরুষদের, ৩০টি মহিলাদের ও ৪টি

দিব্যাস্ত্রনদের জন্য রাখা হয়েছে। প্রদীপ জ্বলে ও ফলক উন্মোচন করে এই অতিথিশালার উদ্বোধন করে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমতিয়া বলেন, এর আগেও ২নং এমএলএ হোস্টেল সংলগ্ন কে এম আর অতিথিশালা ছিলো। কিন্তু এখন এটি অকাজে হয়ে পড়ে রয়েছে। নতুন ব্রিতল বিশিষ্ট এই অতিথিশালা চালু হওয়ায় জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী, রোগী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রমুখ দূর দূরান্ত গড়াছড়া, কাঞ্চনপুর, ভাড়াঝিমা, কৈলাসহর, সারাম থেকে আগরতলায় এসে এই অতিথিশালায় ৫০ থেকে ১০০ টাকা ভাড়া থাকতে পারবেন। অন্য হোটেলের থাকতে গেলে অনেক টাকা ভাড়া দিতে হবে। যারা আগরতলায় এসে এই অতিথিশালায় ৫০ থেকে ১০০ টাকা ভাড়া থাকতে পারবেন। অন্য হোটেলের থাকতে গেলে অনেক টাকা ভাড়া দিতে হবে। যারা আগরতলায় সবজি ও অন্যান্য পণ্য বিক্রয় করে রাতে বাড়ি ফিরতে পারবেন না, তারাও এখানে রাাত্রি যাপন করতে পারবেন। তিনি বলেন, এই অতিথিশালা সুন্দর ও সুস্বাদু পরিচালনায় স্থানীয়দেরও সহযোগিতা করতে হবে। পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ও শান্তিশৃঙ্খলায় সকলকে একসাথে চলতে হবে। বিশেষ

অতিথির ভাষণে জনজাতি কল্যাণ দফতরের সচিব পুণ্ডিত আগরওয়াল বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রক এই অতিথিশালা নির্মাণের অনুমোদন দেয়। এখানে থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বলেন, জনজাতিরা যাতে আরও সুযোগ সুবিধা পান সে বিষয়ে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনজাতি কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা ডা. বিশাল কুমার। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা উন্নয়ন অধিকারিক বি রাঈল। উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দফতরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এএইচ হালান, চিফ এগ্জিকিউটিভ অফিসার সফরিতা দাস, অন্যান্য আধিকারিক গণ, শিল্পী ও ছাত্রছাত্রীগণ। উল্লেখ্য, এই অতিথিশালা নির্মাণে এমপিএ প্রকল্পে ৪৯৪.২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। জনজাতি কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে ত্রিপুরা আবাসন ও নির্মাণ পর্ষদ এই অতিথিশালা নির্মাণ করেছে। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ত্রিপুরা স্টেট অ্যাকাডেমি অব টাইবাল কালচারের শিল্পীগণ।

# হাবিলদারের আকস্মিক মৃত্যু টিএসআরে শোকের আবহ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৭ ডিসেম্বর।। আমবাসা পুর পরিষদ নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনে টি এস আর ১২ নং বাহিনীর একটি কোম্পানি আনা হয়েছিল।

আমবাসাতেই একটি অস্থায়ী ক্যাম্প করে দায়িত্ব পালন করছিল কোম্পানির জওয়ানরা। মঙ্গলবার ভোরে ঐ অস্থায়ী ক্যাম্পেই অকস্মাৎ প্রাণ হারালেন কোম্পানির হাবিলদার হরি ত্রিপুরা। সহকর্মীরা

তাকে তৎক্ষণাৎ ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েই এই অকাল মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এদিনই ময়নাতদন্তের পর তার মৃতদেহ কফিন বন্দি করে পাঠানো হয়েছে চাকমাঘাটস্থিত বাহিনীর সদর দফতরে। সেখানে বাহিনীর পথ অনুযায়ী মরদেহকে পূর্ণ সম্মান জানিয়ে জেলাইবাড়ি স্থিত তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। এদিকে হাবিলদার হরি ত্রিপুরার এই অকস্মাৎ মৃত্যুর ঘটনায় গোটা বাহিনী জুড়েই শোকের ছায়া লক্ষ্য করা গেছে।

# কবর দেওয়া ঘিরে উত্তেজনা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। সংখ্যালঘু অংশের এক মৃতদেহের কবর ঘিরে উত্তেজনা। অন্য ধর্মের বিশ্বাসী লোকজনের ভিড়ে দেওয়া মঙ্গলবার মৃতদেহ দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি হয়েছে বাধারঘাটের নাথপাড়ায়। আগরতলা পুর নিগমের ৪৫ নম্বর

ওয়ায় এলাকার এই পাড়াটি রাস্তা থেকে মাত্র ৫০ মিটার ভেতরে। এলাকায় বেশিরভাগ ঘর হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীদের। এখানেই একটি খালি জায়গায় মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে এই ধরনের কবর দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিন কবর দিতে মৃতদেহ আনতে দেখে

এলাকার কয়েকজন লোক আপত্তির কথা জানান। তাদের বক্তব্য, আইন অনুযায়ী যেখানে খুশি কবর দেওয়া যায় না। নির্দিষ্ট আইন মেনেই কবরের জায়গা দেওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে কবর দেওয়া দরকার। নাথপাড়ায় এমনিতেও মুসলিম বাড়ি হাতেগোনা। তাদের কেউ মারা

যাননি। বাইরে থেকে একটি মৃতদেহ এদিন জোর করে কবর দেওয়া হয় নাথপাড়ায়। বাইরে থেকে মৃতদেহ আনতে দেখেই প্রথমে এলাকার কিছু যুবক আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। এই ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে পড়ে এলাকা। কেউ ভয়ে সামনে গিয়ে মোবাইল ভিডিও বন্দি করতে পারছিলেন না স্থানীয়রা। অভিযোগ, কবরের আসা লোকজনদের হাতে লা, লাঠি, রড, খুঁটি, কোদাল ছিল। এগুলি দেখিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই ত্রিপুরা টাউন্ডে নাথপাড়ায় দেহ কবর দেওয়া হয়। ভয়ে অনেকেই সামনে যাননি। এই ঘটনায় পুলিশ এবং প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে সংখ্যালঘু অংশের নাগরিকদের মৃত্যুর পর কবর নিয়ে প্রায় জায়গায় সমস্যা হচ্ছে। রাননগর সীমান্ত এলাকাসহও দেহ কবর দেওয়া ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। কবরের জন্য আগরতলায় কিছু জায়গায় নির্দিষ্ট করা আছে। এগুলি ঠিকভাবে না মেনে অনেকেই নতুন এলাকা চিহ্নিত করে মৃতদেহ কবর দিতে চলে যাচ্ছেন। এ নিয়েও তৈরি হচ্ছে সমস্যা।



# দিনদুপুরে দোকানে ভাঙুর তাজ্জব বনে গেলেন ব্যবসায়ীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জিরানিয়া, ৭ ডিসেম্বর।। জিরানিয়া বাজার ব্যবসায়ীরা হতবাক। দিনদুপুরে তাদের বাজারে দুক্‌তিদের তাণ্ডব থিরেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যবসায়ীদের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, গত কয়েক বছর ধরে বাজারগুলোতে একটা অংশের নেতা গোছেের মন্ত্রী খনিষ্ঠরা রীতিমতো ত্রাস সৃষ্টি করছে। ব্যবসায়ীদের তরফে আরও অভিযোগ, এসব তাণ্ডব চললেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে পুলিশ প্রশাসন কিংবা শাসক দলের তরফে ‘প্রতিরোধে’ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। মঙ্গলবারও অনুরূপ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ব্লক চৌমুহনি থেকে স্বপন, সুজিত ওরফে নংকা, পার্ধ-সহ অন্যান্যরা বাজারের একটি দোকানে এসে ভাঙচুর চালায়। প্রতিবেশী ব্যবসায়ীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এই মোবাইল দোকানে তাণ্ডব চালিয়েছে দুর্বৃত্ত বাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, যারা এই কাজের সাথে যুক্ত স্বপন, সুজিত, নংকারা গোটা এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। কি কারণে দোকানে ভাঙচুর তা অবগা জানা গেলো না। রাতে গোটা



বিষয়টি নিয়ে জিরানিয়া থানা পুলিশের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে। বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলেও ঘটনার সত্যতা জানা গেছে। কিন্তু সংবাদ লেখা অবধি এই ঘটনায় থানায় এফআইআর করা হয়নি বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়। ব্যবসায়ীরা সরাসরি অভিযোগ করেছে, ব্লক চৌমুহনি থেকে এসে জিরানিয়া বাজারে সুজিত বাহিনী

## প্রয়াত গোপেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। চলে গেলেন শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী গোপেশ রঞ্জন সাহা। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে শোকাহত পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে ত্রিপুরা হোলসেল গ্লোসারি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। এদিকে বাণিজ্য ভবনের তরফে জানানো হয়েছে গোপেশ রঞ্জন সাহার মৃত্যুতে এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত সদস্য-ব্যবসায়ীরা ৮ ডিসেম্বর বুধবার তাদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ রাখবে।



দোকানে ভাঙচুর করেছে। দিনদুপুরের এই ঘটনায় রীতিমতো তাজ্জব বনে যান অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও। ঘটনাটি ঘটতেছে রবিবার দেড়টা থেকে দুটো নাগাদ। সেই সময় এই দোকানের আশেপাশে কত্‌ব্যবৃত পুলিশ টিএসআরও ছিল। পুলিশের সামনে এই ধরনের তাণ্ডবের ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মহলেও তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সকলের অভিযোগ, পুলিশ-টিএসআর দাঁড়িয়ে সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছে কিন্তু দুর্বৃত্তদের বাধা দেয়নি। দিনদুপুরে ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে ঢুকে মোবাইল, ল্যাপটপ-সহ অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট করার পাশাপাশি লুট করার অভিযোগও শোনা গেছে। স্বপন, সুজিত-দের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। তারা নিজেদেরকে মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করে এলাকায় যা-খুশি তা করছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা জানাজানি হতেই জিরানিয়া-সহ গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু অন্ধকার রাত্তো বিষয় হলো ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের হামলার ঘটনায় তথাকথিত ব্যবসায়ী সমিতিও নীরবতা পালন করেছে।

# শিক্ষক পেলো মিয়াপাড়া প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারা

# খবরের জেরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ৭ ডিসেম্বর।। প্রতিবাদী কলম পত্রিকার খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল শিক্ষা দফতর। তড়িঘড়ি করে দু’জন শিক্ষক

পাঠালো দফতর। উল্লেখ্য, কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত মিয়াপাড়া হাইস্কুলের প্রাথমিক বিভাগে ১১৯ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র এক জন। একজন শিক্ষক ওই বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যার ফলে একদিকে ছাত্রছাত্রীরা টিএসআর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছিলেন না অন্যদিকে শিক্ষক স্বল্পতার দরুণ একজন শিক্ষক অনেক কষ্টেই পঠনপাঠন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এলাকার অভিভাবক মহল থেকে আরম্ভ করে পরিচালন কমিটি বারবার বিশালগড় শিক্ষা দফতরে জানানোর পরও সে বিদ্যালয় কোন শিক্ষকের ব্যবস্থা করেনি। চার দিন পূর্বে প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় এ বিষয়ে খবর প্রকাশিত করার পরই শিক্ষা দফতর নড়েচড়ে বসে। খোদ শিক্ষামন্ত্রীর গোচরে আসে বিষয়টি। বিদ্যালয়টিতে ছুটে যায় বিশালগড় মহকুমার শিক্ষা দফতরের উচ্চপদস্থ অধিকারিকরা। পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ে এসে সরেজমিনে দেখে যান এবং অভিভাবকদের সাথে কথা বলেন। ব্যবস্থা করা হয় আরো দু’জন শিক্ষকের। বর্তমানে সে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে তিনজন। যার ফলে ছাত্রছাত্রী-সহ অভিভাবকসকলে খুশি।

## ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। অকাল বর্ষণে রাজ্যের কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এই বিষয়টি তুলে ধরে সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্য করার দাবি জানিয়েছে। সংগঠনের তরফে রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর বলেছেন, জাওয়াদ ঘূর্ণিঝড় ও অকাল বর্ষণে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন রাজ্যের কৃষকরা। এই অবস্থায় রাজ্যের কৃষি দফতর কৃষি আধিকারিক পাঠিয়ে ক্ষতি নিরূপণ করে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। একই সাথে রাজ্য কৃষক সভার সমস্ত সদস্যদের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে থেকে সাহায্য করতে আহ্বান জানিয়েছে। রাজ্য কৃষক সভা দেখেছে গত তিনদিনের বর্ষণে তলিয়ে গেছে বহু কৃষি জমি। এর মধ্যে ধান থেকে গুরু করে সমস্ত ধরনের সবজি রয়েছে। ধান কাটার মরসুমে সব ধান ঘরে তুলতেও পারেননি তারা। ফলে এই মুহূর্তে জলের নিচে চলে গিয়েছে প্রচুর ধান ও সবজি। আলু-সহ সবজি লাগামের এই সময়ে, এই বর্ষণের ফলে ওই সবজি লাগানো সম্ভব হয়নি। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফুলেও। আটকে গেছে রবিবার রসের সংগ্রহ। এই সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের তরফে কৃষকদের প্রতি কোনো প্রকার সহানুভূতিও কৃষক সভা লক্ষ্য করেনি। তাই রাজ্য কৃষক সভার দাবি জানাচ্ছে যে, রাজ্য সরকার কৃষি আধিকারিক পাঠিয়ে কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। একই সাথে রাজ্য কৃষক সভা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে থেকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে। সংগঠনের তরফে নেতৃত্ব রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাথেও কথা বলছেন। গত কয়েকদিনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

## আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ ডিসেম্বর।। বাড়ির লোকজনের অনুপস্থিতিতে ২৫ বছরের যুবকের ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশালগড় থানাধীন চেলিখলা এলাকায় এই ঘটনা। আলো দেববর্মী নামে ওই যুবক বাড়ির পাশে একটি গাছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু কয়েকজন লোক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করায় তারা যুবককে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশালগড় হাসপাতালে। সেখান থেকে রেফার করা হয় ইপানিয়া হাসপাতালে। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। তবে কি কারণে এই ঘটনা তা জানা যায়নি।

# ‘শিক্ষা মহার্ঘে পরিণত হবে’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মাঠে নামলো বিভিন্ন সংগঠন। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন এবং উপজাতি ছাত্র ইউনিয়ন ৮ ডিসেম্বর আগরতলা-সহ গোটা রাজ্যে প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করবে। সংগঠনের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মতামত জানানো হয়। ছাত্র যুব ভবনে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে এসএফআই টিএসইউ। সরকার যদি তা তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করে তাহলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। তার পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন, ধীরে ধীরে স্কুলকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। এটা সরকারি স্কুলকে বেসরকারিকরণের উদ্যোগ। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, রাজ্যে শিক্ষা মহার্ঘে পরিণত হবে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে কার্যত শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে রাজ্যের সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত ছেলেমেয়েদের। যাদের কাছে টাকা থাকবে তারা ই পড়াশোনা করতে

হবে। সরকারি স্কুলগুলিকে নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এটা কার্যত বেসরকারি স্কুল পরিচালনার মতোই সরকার ব্যবস্থা পাকা করছে। সন্দীপন দেবের দাবি, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাকার্য হাত তুলে নিচ্ছে সরকার। বৃথবার আগরতলা-সহ গোটা রাজ্যেই সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে। এদিকে, ত্রিপুরা বেসরকারি শিক্ষক সমিতি এইচবি রোডের তরফে সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, রাজ্যের একশেটি স্কুলকে প্রকারান্তরে ১৬টি এনজিও’র হাতে তুলে দেবার রাস্তা পাকা হলো। এইসব স্কুলগুলিকে আসলে বেসরকারি এনজিও’র নিয়ন্ত্রণে আনা হলো। এতে এরাই স্কুলগুলিতে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষকমীরি চাক্যগ করবে। এর ফলে সরকারি চাকরি সংকুচিত হবে। অভিভাবকদের উচ্চমূল্যে নিজেদের সেলেমেয়েদের পড়াতে হবে। শিক্ষা সাধারণের আওতার



# বিজেপির সাথে তৃণমূলের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক : বীরজিৎ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। কংগ্রেসের ঘর ভাঙিয়ে তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী একজন স্বার্থপর নেত্রী, মীরজাফর। মমতা ব্যানার্জী আসলে বিজেপির হয়েই কাজ করছে। এই বিস্ফোরক অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহার। কংগ্রেস ভবনে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছে মমতা ব্যানার্জী। এটা আসলে অভিনয়। মোদি ঘনিষ্ঠের সাথে নবামে বসে বৈঠক করছেন মমতা ব্যানার্জী। আবার দিল্লিতে বিজেপি বিরোধী বৈঠকও করছেন।



পশ্চিমবঙ্গ ভিত্তিক রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির সাথে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক করে চলে। তাতে মানুষের ক্ষতি। এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে। মমতা ব্যানার্জী কার স্বার্থে কাজ করছেন। প্রশ্ন তুলে বীরজিৎ সিন্‌হা আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে রাজ্যবাসীকে। তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তৃণমূল সুবিধাবাদী দল কংগ্রেসের সময়েও দিল্লি থেকে সুবিধা নিয়েছে। আবার সোনিয়া গান্ধীর সাথেও গান্ধারি করেছে মমতা ব্যানার্জী। বীরজিৎ সিন্‌হা গোটা রাজ্যবাসীকে এই সম্পর্কে সচেতন থাকতে আহ্বান রাখেন। তিনি প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোটা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন। বিজেপির সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের

বীরজিৎ সিন্‌হা আরও বলেন, রাজ্যে কংগ্রেস দলকে শক্তিশালী করার জন্য এখন উদ্যোগ চলছে সর্বত্রই। তিনি অভিযোগ করে আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের মানুষের কল্যাণ চায় না। তারা রাজ্যের কংগ্রেস দলকে দুর্বল করার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছেন। গোটা দেশে তৃণমূল এইভাবেই সুবিধা ভোগ করছে। বিভিন্ন জায়গায় দল ভাঙিয়ে বিজেপির পথ প্রশস্ত করছে। যাতে ২০২৪ সালে বিজেপির আরও কাছে যেতে পারে মমতা ব্যানার্জী সেই ধরনের গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তৃণমূলের কিছু নেই। এই দাবি করে বীরজিৎ সিন্‌হা

## বিএসএফ’র সামাজিক কর্মসূচি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ ডিসেম্বর।। সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার বিলোনিয়া। মতাই কমিউনিটি হলে বিএসএফ ২০০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার প্রচুর সংখ্যক মানুষ শিবির থেকে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ



বিতরণ করা হয়। এছাড়া সীমান্তবর্তী এলাকার যুবকদের সেনাবাহিনীতে কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করে বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। এছাড়া এদিনের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নবোদয় বিদ্যালয়ে জলের ট্যাক এবং ফিল্টার দেওয়া হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাহিনীর অধিকারিক বিনয় কুমার, এসএস যাদব, চিকিৎসক সহ অন্যান্যরা।

## এসইউসিআই’র প্রতিক্রিয়া

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। এসইউসিআই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রভাষ ঘোষ বলেছেন—৪ ডিসেম্বর শনিবার নাগাল্যান্ডের মন জেলায় স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স কর্তৃক পরপর তিনটি জায়গায় গুলি করে ১৪জন সাধারণ নাগরিককে হত্যা এবং ১১জনকে আহত করার বর্বর ঘটনায় এসইউসিআই দলের কেন্দ্রীয় কমিটি তীব্র বিক্ষাির জানাচ্ছে। শনিবার কয়লা খনির শ্রমিকরা যখন একটি ভেনে করে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরছিল তখন সেনা বাহিনীরা লোকেরা গুলি করে প্রথমে ছয় জন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করেছিল। যে সেনা কর্মীরা জনসাধারণের নিরাপত্তা প্রদান করবে তারা জগৎগণের প্রাণ কেড়ে নিল। এইরূপ বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারল কারণ ‘আর্মড ফোর্স স্পেশাল পাওয়ার অ্যান্ড’ যাহা পূর্বের কংগ্রেস সরকার চালু করেছিল এবং বর্তমানে বিজেপি সরকার তাহা ব্যবহার করছে এবং এই আইন এই বছর জুন মাসে নাগাল্যান্ডে লাও করা

হয়েছে। সংগঠন বর্ধদন থেকেই এই আইন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছে। এই আইন উগ্রবাদীদের প্রতিহত করার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে এবং সাধারণ নাগরিকদের জীবন বিপন্ন করছে। এই আইনের অন্তর্গত নাগাল্যান্ড-সহ অন্যান্য এলাকায় আগামীদিনেও কিছু জরাজীর্ণ অধিকার বিপন্ন হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিটি সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছে যে অবিলম্বে বিনা শ্রমিকরা যখন একটি ভেনে করে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরছিল তখন সেনা বাহিনীরা লোকেরা গুলি করে প্রথমে ছয় জন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করেছিল। যে সেনা কর্মীরা জনসাধারণের নিরাপত্তা প্রদান করবে তারা জগৎগণের প্রাণ কেড়ে নিল। এইরূপ বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারল কারণ ‘আর্মড ফোর্স স্পেশাল পাওয়ার অ্যান্ড’ যাহা পূর্বের কংগ্রেস সরকার চালু করেছিল এবং বর্তমানে বিজেপি সরকার তাহা ব্যবহার করছে এবং এই আইন এই বছর জুন মাসে নাগাল্যান্ডে লাও করা

## এসএফআই’র ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ওবিসি পড়ুয়াদের প্রাপ্ত সমস্ত রকম স্টাইপেন্ড অনতিবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া, স্টাইপেন্ডের পরিমাণ বাড়ানো, স্টাইপেন্ড প্রদানে টালবাহানা বন্ধের দাবিতে ওবিসি কল্যাণ দফতরের অধিকর্তার সাথে দাবি সনদ পেশ করেছে ভারতের দাবিতেএগিয়ে আসতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। দলের তরফে রাজ্যেও বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

সন্দীপন দেব বলেছেন, অধিকর্তার কাছে এসব দাবি সনদ পেশ করার পর তারা জানতে পারেন, সরকার এই ক্ষেত্রে অর্থ দিচ্ছে না বলে স্টাইপেন্ড প্রদান করা যাচ্ছে না। তারা এই বিষয়গুলো তুলে ধরে আরও বলেছেন, দফতর যেন এক্ষেত্রে সন্দর্ভক ভূমিকা গ্রহণ করে। গোষ্ঠাবিশি এলাকায় ওবিসি কল্যাণ দফতরের অধিকর্তার কাছে তারা তাদের স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৩৭১ এর উত্তর

1	3	6	4	8	7	2	9	5
9	7	2	1	5	6	3	4	8
4	8	5	2	3	9	1	6	7
3	2	8	9	1	5	4	7	6
6	9	7	3	4	2	8	5	1
5	4	1	6	7	8	9	2	3
8	5	3	6	7	9	4	6	1
2	1	9	5	6	3	7	8	4
7	6	4	8	2	1	5	3	9

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৭২

5	8	1		9		2		
	2					6	9	
		9			4		8	
8					3			
3	1		5		2	9	7	4
9		5			6	3		
	5					7	1	
	3			6		4		9
1	9	4	2	7	5		3	

খাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩x৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই খাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৩৭১ এর উত্তর

1	3	6	4	8	7	2	9	5
9	7	2	1	5	6	3	4	8
4	8	5	2	3	9	1	6	7
3	2	8	9	1	5	4	7	6
6	9	7	3	4	2	8	5	1
5	4	1	6	7	8	9	2	3
8	5	3	7	9	4	6	1	2
2	1	9	6	5	3	7	8	4
7	6	4	8	2	1	5	3	9



# অগ্নিদগ্ধা বধূর মৃত্যু জিবিপি হাসপাতালে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ ডিসেম্বর।। সোমবার রাতে বিশালগড় মহকুমার মধুপুর থানাধীন পুরাথল রাজনগর এলাকায় এক গৃহবধু অগ্নিদগ্ধা হয়েছিলেন। প্রিয়াঙ্কা সরকার নামে ওই গৃহবধু জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসারীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তার বাপের বাড়ির লোকজন এই ঘটনার জন্য প্রিয়াঙ্কার শ্বশুরবাড়ির লোকজনকেই দায়ী করেছেন। তাদের অভিযোগ, শ্বশুরবাড়িতে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। সোমবার হাতে কোনো একটি বিষয় নিয়ে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসার পর জিবি হাসপাতালে

রেফার করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার প্রাণ রক্ষা করা গেল না। এদিন জিবিপি হাসপাতালে গৃহবধুর বাপের বাড়ির লোকজন জানান, বিশালগড় রঘুনাথপুর এলাকার রাকেশ দত্তের সাথে প্রিয়াঙ্কার বিয়ে হয়েছিল। বর্তমানে তাদের একটি ছোট সন্তান আছে। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় সন্তানকেও সাথে নিয়ে এসেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। মায়ের মৃত্যুতে ছোট শিশুটি এখন অসহায় হয়ে পড়েছে। গৃহবধুর বাপের বাড়ির লোকজন জানান, প্রিয়াঙ্কা যখন শ্বশুরবাড়িতে ছিল তার সাথে খুবই খারাপ আচরণ করা হয়েছিল। সেই কারণেই গৃহবধু বাপের বাড়িতে চলে এসেছিলেন। তার মৃতদেহ এদিন জিবিপি হাসপাতালের মর্গ থেকে পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

# বাইক চোর আটক ঘিরে লক্ষ্যাকাণ্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৭ ডিসেম্বর।। আবারও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ নাগরিকরা প্রশ্ন তুলছেন। তাদের অভিযোগ, মেলাঘর থানা থেকে অভিযুক্ত এক বাইক চোর পালিয়ে যায়। তারপরবর্তী সময় নাগরিকরাই দ্বিতীয় দফায় আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু পুলিশের এই ধরনের গা হেলানিভাব দেখানোর জেরে ক্ষুব্ধ লোকজন মেলাঘর থানার সামনে এসে বিক্ষোভ দেখায়। একটা সময় তাদের বিক্ষোভের জেরে মেলাঘর থানার সামনের রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এদিন মেলাঘরবাসী পরপর দু’জন বাইক চোরকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তারা হল অধীর বিশ্বাস এবং আলমগীর হোসেন। নাগরিকদের অভিযোগ, অভিযুক্তদের কাছে চুরি ব আরও কয়েকটি বাইক মজুত আছে। সোমবার রাতে ইন্দোরিয়া এলাকা থেকে টি আব ০৭ - সি - ৭৯৬২ নম্বরের একটি বাইক চুরি হয়েছিল। সেই ঘটনার পর মেলাঘর পচারঘাট এলাকার মানুষ অধীর বিশ্বাস নামে এক যুবককে আটক করে। তার সাথে ছিল আলমগীর হোসেন। কিন্তু

আলমগীর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময় আলাই লোকজন আলমগীরের বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকে সোমবার রাতে চুরি যাওয়া বাইকটি উদ্ধার করে। আলমগীরকেও তারা আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। দু’জন অভিযুক্তকে মেলাঘর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা। কিন্তু আলমগীর থানা থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। স্থানীয় লোকজন তখন থানার বাইরেই ভিড় জমিয়েছিল। যে কারণে আলমগীর সেখান থেকে গা ঢাকা দিতে পারেনি। নাগরিকরা পুনরায় তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। শত শত মানুষ এদিন মেলাঘর থানার সামনে এসে ভিড় জমায। তারা জানান, আলমগীর এবং অধীর বিশ্বাস স্বীকার করেছে তাদের কাছে চুরি যাওয়া আরও চারটি বাইক আছে। এলাকাবাসী দাবি জানান, পুলিশ যেন দ্রুত অভিযুক্তদের সাথে নিয়ে চুরি যাওয়া বাইকগুলি উদ্ধার করে। কিন্তু পুলিশ ওই সময় বাইক উদ্ধার করতে যায়নি। যে কারণে নাগরিকদের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। তারা এখন দাবি জানিয়েছেন, অতিক্রম চুরি যাওয়া বাইকগুলি উদ্ধার করা হোক।

# পর্যদ পরীক্ষা নিয়ে বৈঠক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ ডিসেম্বর।। চলতি মাসের ১৫ এবং ১৬ তারিখ থেকে ত্রিপুরা মাধ্যমিকা পর্যদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম পর্বের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। সেই উপলক্ষে মঙ্গলবার কল্যাণপুর রুক প্রশাসনের উদ্যোগে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে রুক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, দেবযানী বসু রায়-সহ বিভিন্ন

দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের খামতি যাতে না থাকে সেই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন সবাই। কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, বাগানবাজার বিদ্যালয় এবং ঘিলাতলী বাজার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় — এই তিনটি বিদ্যালয়ে পর্যদ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে শুধুমাত্র কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। বাকি দুটি বিদ্যালয়ে হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা।

# বিদ্যালয়ে দুষ্কৃতি হানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ৭ ডিসেম্বর।। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতিরা হানা দিল বিদ্যালয়ে। দরজার তালা খুলে বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষের নথিপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী লণ্ডভণ্ড করে দেয় দুষ্কৃতিরা। যাত্রাপুর থানাধীন কাঁঠালিয়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন উঠছে দুষ্কৃতিরা কি উদ্দেশে বিদ্যালয়ে হানা দিয়েছিল? মঙ্গলবার বিদ্যালয়ের প্রাতঃ বিভাগের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা অন্যান্য দিনের মত আসার পরই ঘটনাটি নজরে আসে। বিদ্যালয়ের দুটি কক্ষের দরজা খোলা এবং ভেতরের সামগ্রী এলোমেলো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে শিক্ষকরা ঘটনাটি বুঝে যান। এরপরই প্রধানশিক্ষককে ঘটনা জানিয়ে যাত্রাপুর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এসআই সুজিত ব্রঙ্গপালের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। তারা বিদ্যালয় চত্বর ঘুরে দেখে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি, দুষ্কৃতিরা বিদ্যালয় থেকে কোনো কিছু চুরি করেছে কিনা। বিদ্যালয়ে এই ধরনের ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। দাবি উঠছে ঘটনার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে শনাক্ত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

# খবরের জেরে ঘুম ভাঙলো প্রশাসনের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ডিসেম্বর।। প্রতিবাদী কলম পত্রিকার খবরের জেরে অবশেষে জাতীয় সড়কের দুই ধারের ড্রেন পরিস্কার হাত দিল জাতীয় সড়ক নির্মাণ কর্তৃপক্ষ। বহুদিন ধরে চড়িলাম সংসদ আস্রম সংলগ্ন বন্ধন ব্যাঙ্ক এবং কোপারেটিভ ব্যাঙ্কের সামনে জাতীয় সড়কে হালকা বৃষ্টি হলেই কোমর সমান জল জমা যায়। জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। যানজট সৃষ্টি হয়। পথচারীদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় জল কমার জন্য। গতকাল সন্ধ্যার এক পশলা বৃষ্টিতে কোমর সমান জল হয়ে যায় জাতীয় সড়কে। জলময় হয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক। এ নিয়ে প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়।

প্রতিবাদী কলম পত্রিকার খবর প্রকাশের বারো ঘণ্টার মধ্যেই ড্রেন পরিস্কারে হাত দেয় নির্মাণ কর্তৃপক্ষ। উজ্জ্বল দিয়ে জাতীয় সড়কের দুই পাশের ড্রেন জোরকদমে পরিষ্কার করা হচ্ছে। মঙ্গলবার ১২টা থেকে শুরু হয় ড্রেন পরিষ্কার করার কাজ। খুশি এলাকার নাগরিকরা। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে। জাতীয় সড়কের এই স্থান উঁচু না করলে বৃষ্টি হলেই জল জমবে। কারণ ড্রেন পরিষ্কার করার কিছুদিন পর হোটেলের নেশা জাতীয় বোতল এবং নানা আবর্জনায় কয়েকদিনের মধ্যে আবার ড্রেন ভর্তি হয়ে যায়। তাই নাগরিকরা চাইছে স্থায়ী সমাধান।

# ক্ষুব্ধ জনতার হাতে আক্রান্ত তিন বিদ্যুৎকর্মী



ঘটনাস্থলে পৌঁছান। যার ফলে স্থানীয় লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। কয়েকজন মিলে তিনজন বিদ্যুৎকর্মীর উপর চড়াও হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায়

দু’জনও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পান। তারা লিখিতভাবে ডিজিএমকে ঘটনা সম্পর্কে জানিয়েছেন। পুলিশ যাকে এই ঘটনায় আটক করেছে তার নাম সুবোধ দাস। এদিকে পরবর্তী সময় উত্তর কলমচৌড়া পঞ্চায়েতের প্রধান সবিতা জানানো হয়েছে সেই জায়গায় প্রধানের নেতৃত্বে এভাবে ঘটনার মীমাংসা করা হয় বলে খবর। প্রশ্ন উঠছে যেখানে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে সেই জায়গায় প্রধানের নেতৃত্বে এভাবে ঘটনার মীমাংসা কিভাবে হতে পারে? অনেকেই মনে করছেন ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলাছে।

# জলে থইথই গোটা বিশালগড়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ ডিসেম্বর।। চলতি বছরের জুলাই মাসে বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন এলাকা বানভাসী হয়েছিল। অনেকটা বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল ওই সময়। সেই সময় থেকে এখনও পর্যন্ত ওই অঞ্চলের কৃষক থেকে সাধারণ নাগরিকরা আতঙ্কে আছেন। কারণ, বৃষ্টি হলেই বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায়। গত দুদিনের বৃষ্টিতে বিশালগড়ের নাগরিকরা খুবই সমস্যায় আছেন। ব্যবসায়ীরা অংশের মানুষের মাথায় হাত পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা এখন সরকারি সাহায্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। কারণ এমন বহু পরিবার আছে যারা সরকারি সাহায্য না পেলে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন না। রবিবার

থেকে টানা বৃষ্টিতে রাজ্যের নদ-নদীগুলির জল ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বিশালগড়ের বুড়িমা নদীরও একই অবস্থা। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৃষক থেকে শুরু করে অন্য সাধারণ নাগরিকরা ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়েছেন। বিশালগড় মহকুমার রাউংখলা, উত্তর রাউংখলা, গোপীনগর, আমবাগান, দুর্গানগর, রাজাপানিরা-সহ বেশেকিছু অঞ্চলের বাড়ি-ঘরে জল ঢুকে পড়েছে। প্রচুর সংখ্যক কৃষকের ধান এবং শাক-সবজি এখন জলের নিচে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা সরকারি সাহায্যের দাবি জানিয়েছেন। মঙ্গলবার ভোর থেকে উত্তর রাউংখলা এলাকায় নদীর জল প্রথমে ধানের জমি জাল করে নেয়। পরে বাড়ি-ঘরেরও জল ঢুকে। নাগরিকরা বাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। অভিযোগ, পুর পরিষদের তফস্ব থেকেএখনও পর্যন্ত তাদের খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। এমনটাই আক্ষেপের সূত্র জানিয়েছেন

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা। রাউংখলা এলাকারমানুষপুরএলাকায় বসবাসকরেওদীর্ঘদিন ধরেদুশ্শা নিয়ে চলছেন। প্রত্যেক নির্বাচনের সময় তাদেরকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর কেউই তাদের কথা মনে রাখেন না। রাউংখলা এবং উত্তর রাউংখলার পরিবারগুলো এখনও পর্যন্ত ড্রেনের সুবিধা পর্যন্ত পাননি। স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কেন এখনও ওই এলাকায় জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়নি। ওই এলাকার বেশিরভাগ পরিবারই কৃষির উপর নির্ভরশীল। বছরের পর বছর কৃষি কাজ করে তারা সংসার চালান। দুদিনের বৃষ্টিতে বিশালগড় বাজার এলাকাতেও জল জমে গেছে। যার ফলে ব্যবসায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কারণ দু’দিন ধরে ব্যবসায় পটল উঠেছে। এভাবে যদি বৃষ্টি চলতে থাকে তাহলে ব্যবসায়ীদের সংসার কি ভাবে চলবে নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

# সাহায্যের আশায় মুখিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেরিয়ামুড়া, কলমতলা/ চড়িলাম/কাঁঠালিয়া/শান্তিরবাজার/নলুসবাজার, ৭ ডিসেম্বর।। ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের প্রভাবে হৃদয়পতন গোটা রাজ্যে। টানা এই তদারি বর্ষণে নাজেহাল জনজীবন। এরমধ্যে সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন কৃষককুল। কারণ টানা বৃষ্টির জেরে তেরিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় শীতকালীন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের কারণে কৃষকদের এখন মাথায় হাত। জানা যায়, তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীন বাইশঘরিয়া, ব্রহ্মছড়া, ত্রিশাবাড়ি এবং হাওয়াইবাড়ি-সহ আরো নানা এলাকায় কৃষকরা রকমারি ফসল চাষ করে থাকে। বিশেষ করে বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলো

# রাতে সন্দেহজনক গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কলমাসাগর, ৭ ডিসেম্বর।। সন্দেহজনক গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন এক যুবক। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ মধুপুর থানাধীন জামচৌমুহনি এলাকায় ঘটনা। এলাকার কুখ্যাত পাচারকারী হিসেবে পরিচিত এক যুবক তার গাড়ি নিয়ে আগরতলার ক্যাম্পের বাজার থেকে মিয়া পাড়ার উদ্দেশে যাচ্ছিল। কিন্তু কি উদ্দেশে গাড়িটি দ্রুতগতিতে ছুটে যাচ্ছিল তা জানা যায়নি। এলাকাবাসীর সন্দেহ কোনো কারণে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে ছিল ওই গাড়ির চালক। কেউ কেউ বলছেন গাড়িতে হয়াতো ছিল নেশা সামগ্রী। সেই কারণেই গাড়িটি দ্রুতগতিতে গন্তব্যের উদ্দেশে যাচ্ছিল। মধুপুর বাজারের মানুষও দ্রুতগতিতে আসা গাড়ি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যদিও পরিবর্তী সময় কেউ গাড়িটি আটক করতে সাহস পাননি। মিয়া পাড়া এলাকা থেকে ফেব্রার পথে জামচৌমুহনি এলাকায় এক যুবককে ধাক্কা দেয় ওই গাড়ি। গাড়ির ধাক্কায় যুবক আহত হন। এদিকে গাড়ি চালক রাস্তার পাশে গাছে ধাক্কা দেয়। চালক কোনোরকভাবে বেঁচে যায়। এলাকার মানুষ বিকট আওয়াজ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ধরনের গাড়িতে করে প্রতিনিয়ত নেশা সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকাবাসী পুলিশের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় গাড়িসি সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্তহয়েছে। যদিও চালক অল্পতে বেঁচে যায়।

এবং লাউ সহ শীতকালীন বিভিন্ন ফসলের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। কারণ খণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর থেকে মোটা সুদে টাকা নিয়ে শীতকালীন ফসলগুলো ফলিয়েছেন বলে জনমানুষ কৃষকরা। একই সাথে নানা কৃষিজ সামগ্রীও ক্রয় করতে হয়েছিল। তাতে ব্যাপক অর্থের ক্ষতি হয়েছে বলে জানায় কৃষকরা। এই বিষয়ে জনৈক এক কৃষকের বক্তব্য, টানা বৃষ্টির ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এখন অর্থের ঘাটতি

কিভাবে পূরণ হবে তা নিয়ে চিন্তিত কৃষককুল। টানা বর্ষণের জেরে পচন ধরেছে ফসলগুলিতে। আর্থিক সংকটের মুখে কৃষকরা। সরকারের কাছে দাবি রেখেছেন এ বিষয়ে যেন সরকার সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। অন্যদিকে উত্তর জেলার ধর্মনগর ও পানিসাগর শহর ছাড়া অধিকাংশ এলাকার জনগণ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু জাওয়াদের কু-ফলে সৃষ্ট অকাল

NIT NO:e-PT-24/EE/RD/MNU/D/2021-22, dt. 04-12-2021	
The Executive Engineer, RD Manu Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to <b>02:00 PM 24/12/2021 for Mtc. &amp; Electrification works (2 bid system)</b> under RD Manu Division, Dhalai. For details visit website- <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a> and contact at M-9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.	
<b>* NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER *</b>	
For and on behalf of Governor of Tripura	
ICA/C-2837/21	
‘একবার ব্যবহার্য’ প্রাস্টিক করোনা ব্যবহার। ঘরে বাইরে নির্মল হোক পরিবেশ সবরা।	Sd/- Illegible Er. Binoy Kr. Jamatia Executive Engineer RD Manu Division, Dhalai.

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO.- 22/AGRI/EE(WEST)/2021-22	
On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (west), Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of Tripura, Agartala, West Tripura invites separate percentage Rate e-Tender from the eligible bidders upto 3.00PM on 22 /12/2021 for the following works.	
Sl. No.	Name of work
01	DNleT NO.- 19/CE/AGRI/EE(WEST) /2021-22 (2 <sup>nd</sup> Call)
02	DNleT NO.- 29/SE/AGRI/EE(WEST) /2020-21 (2 <sup>nd</sup> Call)
03	DNleT NO.- 26/SE/AGRI/EE(WEST) /2020-21 (2 <sup>nd</sup> Call)
04	DNleT NO.- 31/SE/AGRI/EE(WEST) /2020-21 (2 <sup>nd</sup> Call)
Interested bidders can view the tender documents in the e- portal <a href="http://www.tripura.tenders.gov.in">www.tripura.tenders.gov.in</a> and in the O/o the Executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala.	
FORAND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.	
ICA/C-2823/21	
‘একবার ব্যবহার্য’ প্রাস্টিক করোনা ব্যবহার। ঘরে বাইরে নির্মল হোক পরিবেশ সবরা।	
Sd/- Illegible (Er. Nikhil Roy) Executive Engineer (West) Department of Agriculture & FW Tripura, Agartala	

# বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফাঁটিকরায়, ৭ ডিসেম্বর।। দুদিনের টানা বৃষ্টিতে বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাট একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে। কুমারঘাট আশ্বেদকরনগর পঞ্চায়েতের পাশে ২০৮ নং জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ চলাছে। কিন্তু বৃষ্টিতে সেই রাস্তা এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। নিকশি ব্যবস্থা না থাকার জেরে রাস্তার জল পাশের বাড়ি-ঘরে প্রবেশ করেছে। যার ফলে নাগরিকরা খুবই ভোগেগেগে শিকার। জলের কারণে বাড়ি-ঘরে ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে বলে নাগরিকরা জানিয়েছেন। এদিকে কুমারঘাট নিদেবী এলাকার কৃষকরা বৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কারণ অনেক কৃষক জমিতে উৎপাদিত ফসল কাঁতে পারলেও সেগুলি ঘরে নিয়ে যেতে পারলেন না। তাদের ধান জমিতেই পড়ে আছে। সব মিলিয়ে কুমারঘাট এলাকার মানুষও বৃষ্টিতে একেবারে নাজেহাল। সবচেয়ে বেশি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায়।

# শরণার্থীদের সংবর্ধনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কলমতলা, ৭ ডিসেম্বর।। অবশেষে মিজোরাম থেকে বিতাড়িত হওয়া প্রথম ধাপে ১৪১ রিয়ার পরিবারকে অমরপুুর মরুমুরা অস্ত্রান্তি পশ্চিম কালাজারির খাসপাং পাড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসের স্থান করে দিল সরকার। এইপরিবারগুলিকেউচ্চসংবর্ধনা এবং তাদের খোঁজখবরদিতেকুববারছুট যান ক্র সংগ্রহমা মথহসামাজিক সংস্থার সমাজ অফিসিঅনিল স্ট্র রিয়্যো এবং ক্র সংগ্রহমা মথহসামাজিক সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি খনারাম রিয়্যং সরকারেরপ্রতি আত্নান জানান দ্রুত তাদের মৌলিক অধিকার শিক্ষা-স্বাস্থ্য-রাস্তাঘাট-বিদুৎ ও পানীয় জল ব্যবস্থা করে তাদের বাঁচার অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। তার পাশাপাশি প্রত্যেক পরিবারকে পাঁচ কানি করে জায়গা দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আত্নান করেন। এইই পাশাপাশি আরও বলেন, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সংগ্রহমা পূজাকে কেন্দ্র করে যদিছুটি মঞ্জুর না করা হয় তাহলে জন্মহারি মাস থেকে কুহুহুহু আপদেলেনে নামনে রিয়্যং জনজাতিরা।

#### SHORT NOTICE INVITING TENDER

On behalf of Governor of Tripura the undersigned invites sealed Quotation of rate in the plain paper for supply of **10 stage water purification filter with RO, UV, TDS mineral(storage tank capacity 8 Liters) with electrically operated** for Mandwi R.D. Block, West Tripura under BEUP scheme during the year 2021-22.

The Tender Box will be kept opened for dropping of quotation by the intending Quotationer in the office chamber of the undersigned from **08/12/2021 to 14/12/2021 from 10.00 AM to 3.00 PM except Govt. Holiday and the Box will be opened on the last day at 3.30 pm if possible.** Details of tender can be downloaded from website [www.westtripura.gov.in](http://www.westtripura.gov.in), [www.tripuraa.gov.in](http://www.tripuraa.gov.in) and [www.tenders.gov.in](http://www.tenders.gov.in).

ICA/C-2830/21	
প্রাস্টিক কারিবাগ করব না ব্যবহার। শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়বে এবার।	Sd/- Illegible Block Development Officer Mandwi R.D Block West Tripura







# বিজয় হাজারে ট্রফিতে আজ নামছে ত্রিপুরা

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর** ৪ বিজয় হাজারে ট্রফিতে আগামীকাল অভিযান শুরু করছে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ অরুণাচল প্রদেশ। সুতরাং জয় পাওয়ার ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী রাজা দল। অবশ্য সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে পচা শামুকে পা কেটেছে ত্রিপুরার। মেঘালয়ের কাছে বিপর্যস্ত হয়ে এলিট গ্রুপে খেলার সুযোগ হাতছাড়া করেছে ত্রিপুরা। সুতরাং বিজয় হাজারে ট্রফি নিয়েও একটা ফ্লীণ আশঙ্কা থাকছে। আপাতদৃষ্টিতে ক্রিকেটিন ইতিহাস বা কৌলিন্যের বিচারে পূর্বাভ্ররের রাজাগুলির চাইতে ত্রিপুরা অনেকটাই এগিয়ে। সেদিক দিয়ে বিজয় করলে ত্রিপুরার কাছে ওই সব রাজাগুলি মোটেই কঠিন প্রতিপক্ষ নয়। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, প্রতিটি রাজাই তিমজ্ঞন করে পেশাদার ক্রিকেটার খেলায়। আর ওই সব রাজা প্রকৃত ওপমানসম্পন্ন ক্রিকেটারদেরই পেশাদার হিসাবে বিচার করে। দেশাদার ক্রিকেটার বাছাইয়ে টিসিএ-র মতো দুই নম্বরির পথ গ্রহণ করে না তারা। আর সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দুই জন ক্রিকেটারের ভালো পারফরম্যান্স

### শাস্ত্রীর অধীনে ভারতের সব থেকে খারাপ ফল

### জানালেন প্রাক্তন কোচ

মুন্সাই, ৭ ডিসেম্বর।। টি২০ বিশ্বকাপের পরে ভারতীয় কোচের পদ থেকে সরানো হয়েছে রবিন শাস্ত্রীকে। তাঁর অধীনে কোহলিদের সব থেকে খারাপ ফল কী, জানিয়ে দিলেন শাস্ত্রী। তাঁর মতে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে কোহলিদের ৩৬ রানে অলআউট হয়ে যাওয়া তাঁর কোচিং জীবনের সব থেকে খারাপ ফল। এক সংবাদপত্রকে শাস্ত্রী বলেন, “দেখুন কোচ সব সময় বন্দুকের নলের সামনে থাকে। এই পেশা এরকমই। আপনাকে সেই দিনটার অপেক্ষা করতে হয়। আমি জানতাম আমার পালানোর কোনও পথ নেই। ৩৬ রানে অলআউট হয়ে যাওয়া সব থেকে খারাপ ফল।”খারাপ ফলের জন্য অবশ্য দলের কাউকে দায়ী করেননি শাস্ত্রী। তিনি বলেন, “আমাদের হাতে ৯ উইকেট ছিল। তার পর আমরা ৩৬ রানে অলআউট হয়ে যাই। আরও ৮০ রান করলেই আমরা খেলায় থাকতাম। কিন্তু সে দিন আমরা যেন চিন্তা-ভাবনা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। ওই ফল আমাদের বড় ধাক্কা দিয়েছিল। কী ভাবে অত খারাপ খেলেছিলাম, সেটা আমরাই বুঝতে পারিনি।” দলের ব্যর্থতার সন্দেহসাফল্যকেও তিনি সমান ভাবে উ পভোগ করেছেন বলে জানিয়েছেন কোহলিদের প্রাক্তন কোচ। তিনি বলেন, “সবার আগে আমি হাত তুলে বলেছিলাম যে সব দায় আমার। কারণ লুকনার কোনও জায়গা ছিল না। আমি দলের সবাইকে বলেছিলাম পরের ম্যাচের জন্য তৈরি হতে। হেলোরা অসাধারণ খেলেছিল। এর এক মাসের মধ্যে আমরা অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জিতেছিলাম। আমি নিশ্চিত, যত দিন বেঁচে থাকব মানুষ সেই সিরিজের কথা বলবে।”

# ডিসেম্বর মাসে ক্রিকেট মাঠ শূন্য! রাজনীতির ছোঁয়ায় ক্রিকেট আজ মৃতপ্রায়

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর** ৪ ডিসেম্বর মাসে ক্রিকেট মাঠগুলি ক্রিকেটহীন! রাজ্যের প্রাক্তন ক্রিকেটার, ক্রিকেট কোচ এবং ক্রিকেট সংগঠকদের মতে, এই ধরনের ঘটনা চিত্তার বাইরে। কেননা এরাভো নভেম্বর মাসেই পুরোপুরি ক্রিকেট সিজন শুরু হতো এতদিন। কোন কোন সময় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেও এরাভো ক্রিকেট সিজন শুরু হয়েছে। কিন্তু ডিসেম্বর মাসেও টিসিএ-র ক্রিকেট সিজন শুরু না হওয়া, ক্রিকেট মাঠগুলি ক্রিকেট শূন্য থাকার ঘটনা প্রমাণ করে যে, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ক্রিকেট নয়, ক্রিকেটের সর্বশাসন করে চলেছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং ক্রিকেট মহল অবশ্য এর জন্য টিসিএ-র রাজনীতির ফলশ্রুতি হিসেবে রাজনীতিকেই নিশানা করছে। তাদের অভিযোগ, অতীতে টিসিএ

ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। সুতরাং ত্রিপুরাকে আরও একবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে লড়াইয়ে নামতে হবে। স্থানীয় ক্রিকেটারদের অবশ্যই ভালো পারফরম্যান্স করতে হবে। এবারই সম্ভবত ত্রিপুরা এমন সব পেশাদারদের নিয়ে মাঠে নামছে যাদের উপর ক্রিকেটপ্রেমীদের বিন্দুমাত্র ভরসা নেই। জয়পুরের কেএল সাহিনি স্টেডিয়ামে স্থানীয় ক্রিকেটারদের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে ত্রিপুরাকে। মঙ্গলবার শেষ প্রস্তুতি সারলো। ব্যাটিং, বোলিং-র পাশাপাশি ফিল্ডিং-এও জোর দেওয়া হয়। যতদূর খবর, তিন পেশাদার ক্রিকেটারদের দলে রাখা হবে। পাশাপাশি পবন এবং সমিত-কে ৩ এবং ৪ নম্বরে নাকি ব্যাটিং করতে পাঠানো হবে। যদিও ৪ নম্বর জায়গায় ক্রিকেটপ্রেমীরা মণিশংকর -কে ব্যাটিং করতে দেখতে চায়। কারণ এই দলের এক নম্বর ব্যাটসম্যান হলো মণিশংকর। শুধুমাত্র ব্যাটিং বা বোলিং যে কোনে একটিতে দক্ষতা দেখিয়ে দলে জায়গা করে নিতে পারে। ৭ বা ৮ নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে অধিকাংশ সময় মণিশংকর -র বিশেষ কিছু করার থাকে না। কিন্তু উপরের দিকে ব্যাট করতে পাঠালে

বড় ইনিংস গড়ার সুযোগ পাবে। যদিও টিম ম্যানেজমেন্ট কি ভাবছে সেটা জানা নেই। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ব্যর্থতার স্বাদ পেয়েছেন ভিন্‌রাজ্যের কোচ সমীর দীঘে। এবার বিজয় হাজারে ট্রফিতেও তার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। সাফল্য অবশ্যই নির্ভর করে ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের উপর।কিন্তু বিশাল অঙ্কের অর্থ খরচ করে যখন নামি খেচি নিয়োগ করা হয় তখন ধরে নিতে হবে যে, দলের সাফল্যের পেছনে এই কোচরা নিজেদের অবদান রাখবে। সেই অবদান রাখতে না পারলে ব্যর্থতার তকমা নিয়ে সরে যেতে হবে।এটাই পেশাদারি দুনিয়ার নিয়ম। এখন দেখার এটাই যে, বিজয় হাজারে ট্রফিতে নামি-দামি কোচের তত্ত্বাবধানে ত্রিপুরা কি করে? পূর্বাভ্ররের সাধারণ মানের দলগুলির বিরুদ্ধে খেলতে হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে কিন্তু আডভান্টেজ ত্রিপুরা। তারপরও যদি সুযোগ কাজে না লাগাতে পারে তাহলে বুঝতেই হবে রাজা ক্রিকেট আরও গভীর গাড্ডায়। প্রথম একাদশ গঠনে কোন প্রকার স্বজন-পাষণ কিংবা ব্যাটিং অর্ডার নির্ধারণে দুই নম্বরির করলে তার ফল ভোগ করতেই হবে।

ক্রিকেট মহল চাইছে, মুস্তাক আলি ট্রফির ব্যর্থতা ভুলে নতুন উদ্যমে শুধুমাত্র সাফল্যের জন্য সঠিকভাবে পরিচালিত হোক রাজা দল।সিনিয়র ক্রিকেটে অতীতে এলিট গ্রুপেও বেশ কিছু বড় ধরনের জয় তাদের মধ্যে কোন আলোচনাই নাকি হয়নি। ক্লাবগুলিও পুরোপুরি অন্ধকারে। বিশেষজ্ঞরা সন্দেহান যে, বয়সভিত্তিক কিংবা স্কুল ক্রিকেটও হয়তো শেষ পর্যন্ত হবে না। যাই হোক, এই অবস্থায় কয়েকটি মহকুমা বেশ সাহসি অবস্থান নিতে চলেছে বলে খবর। টিসিএ-র যুগ্মশচিব বেশ কিছুদিন আগে এক তালিবান ফতোয়ার মাধ্যমে মহকুমাগুলিতে ক্রিকেট বন্ধ করে দিয়েছিলেন। টিসিএ-র আগাম অনুমতি ছাড়া মহকুমাগুলি ঘরোয়া ক্রিকেট করতে পারবে না বলে নির্দেশ দেন। এরপরই মহকুমাগুলি ঘরোয়া আসর করা থেকে বিরত হয়। তবে বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিছু কিছু মহকুমা ক্রিকেট করতে পারবেও শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে। জানা গেছে, টিসিএ থেকে মৌখিক অনুমতি নিয়েই তারা ক্রিকেট শুরু করতে চলেছে। টিসিএ নাকি বুঝে গিয়েছে যে, এই ধরনের নির্দেশ জের করে মারতে বাধ্য করলে তার ফলাফল ভালো নাও হতে পারে। তাই কয়েকটি মহকুমা টিসিএ-র কাছ থেকে মৌখিক অনুমতি পেয়েছে। চলতি মাসেই তারা ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করবে বলে জানা গেছে।

## ফের হারে ফিরল এসসি ইস্টবেঙ্গল

## জঘন্য রক্ষণে আবার ডুবল লাল-হলুদ



**পানাজি, ৭ ডিসেম্বর।।** গোল করলে কী হবে, ম্যাচ জিততে হলে গোল আটকাতে হবে রক্ষণকে। এসসি ইস্টবেঙ্গলের যেন সেটাই নেই। তাই ও গোল দিয়েও ৪ গোল খেতে হল। ফলে আইএসএল-এর চলতি মরসুমে এখনও জয়ের মুখ দেখল না লাল-হলুদ বাহিনী। চলতি আইএসএল মরসুমে দু’দলই এর আগে জয়ের মুখ দেখেনি। প্রথম দু’ম্যাচে হারের পরে তৃতীয় ম্যাচ ড্র করেছিল এসসি ইস্টবেঙ্গল। অন্য দিকে প্রথম তিন ম্যাচ হেরে খেলতে নেমেছিল এফসি গোয়া। তাই জয়ের তাগিদ দু’দলেরই ছিল। ফলে অনেক আক্রমণাত্মক খেলল দু’দল। শেষ পর্যন্ত ৪-৩ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে জয়ের রাজ্যের খেলায়ডাঙ্গের অংশগ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে এই স্বীকৃতিহীন প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ না করে। এই স্বীকৃতিহীন আসরে কোন নেতাইনিংসস্থার বনানারে খেলোয়াড়রা যদি অংশগ্রহণ করে তবে তার কোন দায় নেবে না ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন।

২৬ মিনিটের মাথায় আমির দেরভিসেভিচের ফ্রিকিক থেকে ফিরতি বলে বী পায়ের জোরালো শটে গোল করেন আন্তোনিও পেরোসেভিচ। যদিও সেই হাসি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৩২ মিনিটে ফের এগিয়ে যায় গোয়া। বস্কের মধ্যে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় গোয়া। ঠান্ডা মাথায় গোল করে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## ভলিবলের স্বীকৃতিহীন আসরে অংশগ্রহণ করতে বারণ

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর** ৪ আগামী ২৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পশ্চিমবাংলার বর্ধমান এক স্বীকৃতিহীন ভলিবল আসর অনুষ্ঠিত হবে। ৪৭-তম জুনিয়র জাতীয় আসরে খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে এই স্বীকৃতিহীন প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ না করে। এই স্বীকৃতিহীন আসরে কোন নেতাইনিংসস্থার বনানারে খেলোয়াড়রা যদি অংশগ্রহণ করে তবে তার কোন দায় নেবে না ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন।

চলছে বিলাসিতা, দুই গাড়ির জন্য টিসিএ-র বছরে খরচ হচ্ছে ১৮ লক্ষ টাকার মতো। এছাড়া অন্য অনেক কিছু তো আছেই। ক্রিকেট মহলের মতে, এরাভ্যের ক্লাব ক্রিকেট আজ ধ্বংসের মুখে। এরাভ্যের মহকুমা ক্রিকেট আজ শেষ হয়ে যাওয়ার পাশ্ে।ডিসেম্বর মাসে ক্রিকেট মাঠ খালি আর ফুটবল মাঠে খেলা হচ্ছে তা নাকি নজিরবিহীন। অভিযোগ, ক্রিকেটহীন টিসিএ-তে এখন নানা উপায়ে কিছু লোকের অবৈধ রাজস্বগার্হি শুরু হচ্ছে। আগরতলা ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ। মহকুমা ক্রিকেট বন্ধ। রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট বন্ধ। নজিরবিহীনভাবে ক্রিকেটহীন আজ টিসিএ। ক্রিকেট মহলের দাবি, যতক্ষণ না পর্যন্ত রাজনীতির রাজত্ব চলছে ততক্ষণ টিসিএ থেকে সরানো হবে ততক্ষণ টিসিএ এবং রাজা ক্রিকেটের সর্বশাসন চলতেই থাকবে।

### চলতি মাসে মহকুমাগুলিতে ক্রিকেট শুরু হতে পারে

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর** ৪ টিসিএ শুধুমাত্র বয়সভিত্তিক এবং স্কুল ক্রিকেট করার প্রাথমিক উদ্যোগ নিয়েছে। সিনিয়র ক্রিকেট নিয়ে তাদের মধ্যে কোন আলোচনাই নাকি হয়নি। ক্লাবগুলিও পুরোপুরি অন্ধকারে। বিশেষজ্ঞরা সন্দেহান যে, বয়সভিত্তিক কিংবা স্কুল ক্রিকেটও হয়তো শেষ পর্যন্ত হবে না। যাই হোক, এই অবস্থায় কয়েকটি মহকুমা বেশ সাহসি অবস্থান নিতে চলেছে বলে খবর। টিসিএ-র যুগ্মশচিব বেশ কিছুদিন আগে এক তালিবান ফতোয়ার মাধ্যমে মহকুমাগুলিতে ক্রিকেট বন্ধ করে দিয়েছিলেন। টিসিএ-র আগাম অনুমতি ছাড়া মহকুমাগুলি ঘরোয়া ক্রিকেট করতে পারবে না বলে নির্দেশ দেন। এরপরই মহকুমাগুলি ঘরোয়া আসর করা থেকে বিরত হয়। তবে বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিছু কিছু মহকুমা ক্রিকেট করতে পারবেও শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে। জানা গেছে, টিসিএ থেকে মৌখিক অনুমতি নিয়েই তারা ক্রিকেট শুরু করতে চলেছে। টিসিএ নাকি বুঝে গিয়েছে যে, এই ধরনের নির্দেশ জের করে মারতে বাধ্য করলে তার ফলাফল ভালো নাও হতে পারে। তাই কয়েকটি মহকুমা টিসিএ-র কাছ থেকে মৌখিক অনুমতি পেয়েছে। চলতি মাসেই তারা ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করবে বলে জানা গেছে।

# চালকের আসনে অনূর্ধ্ব ১৯ দল

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর** ৪ প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী হায়দরাবাদের কাছে পরাস্ত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্বল বিহারের বিরুদ্ধে চালকের আসনে ত্রিপুরা। ক্রিকেট অবশ্যই মহান অনিশ্চয়তার খেলা। সুতরাং ম্যাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না। ত্রিপুরার তিন স্পিনার সৌরভ দাস, সন্দীপ সরকার এবং অর্কজিৎ দাস-র দাপটে বেসামল হয়ে উঠে বিহারের ইনিংস। একজন ব্যাটসমানও রুখে দাঁড়াতে পারেনি। মাত্র ৭০ রানে শেষ হয়ে যায় বিহারের ইনিংস। সর্বোচ্চ ২৫ রান করে তরুণ কুমার শির্। ত্রিপুরার হয়ে সৌরভ দাস ৪টি, সন্দীপ সরকার ৩টি এবং অর্কজিৎ দাস ২টি উইকেট নেয়। ১২৩ রানে এগিয়ে থাকা ত্রিপুরা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে। দীপজয়ে তে এবং কি আরমান হোসেন-র ওপেনিং জুটি আরও একবার শোচনীয় ব্যর্থ। রান

## ৭৬ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে চাপে শাকিবরা

মুন্সাই, ৭ ডিসেম্বর।। বৃষ্টিবিগ্নিত প্রথম টেস্টে চাপে বাংলাদেশ। চতুর্থ দিন ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেট হারিয়েছেন শাকিব আল হাসানরা। নেপথ্যে পাকিস্তানের স্পিনার সাজিদ খান। তিনি একাই নিয়েছেন ৬ উইকেট। চতুর্থ দিনের শেষে ২২৪ রানে পিছিয়ে বাংলাদেশে। প্রথম ইনিংসে দ্বিতীয় দিনের শেষে ২ উইকেটে ১৮৮ রান ছিল পাকিস্তানের। সেখান থেকে শুরু করে ৪ উইকেটে ৩০০ রান তুলে ইনিংস ছেড়ে দেয় পাকিস্তান। দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই ৫৬ রান করে আউট হন আজহার আলি। বেশিক্ষণ টিকেতে পারেননি অধিনায়ক বাবর আজমও। ৭৬ রান করে আউট হন তিনি। তার পরে জুটি বাঁধেন ফুটবল মাঠে খেলা শেষ হওয়ার সময় ৭ উইকেটরক্ষক মহম্মদ রিজওয়ান ও ফাওয়াদ আলম। দু’জনেই অর্ধশতরান করেন। ৪ উইকেটে ৩০০ রানে ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন বাবর। জবাবে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে পর পর উইকেট পড়তে থাকে বাংলাদেশের। শুরু থেকেই স্পিন আক্রমণ আনেন বাবর। কাজ করে দেখান সাজিদ। নাজমুল হোসেন ও শাকিব ছাড়া বাংলাদেশের কোনও ব্যাটার দু’অঙ্কে পৌঁছতে পারেননি। নাজমুল ৩০ করে আউট হন। দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় ৭ উইকেটে ৭৬ রান বাংলাদেশের। শাকিব ২৩ রানে ব্যাট করছেন। প্রথম ইনিংসে এখনও ২২৪ রানে পিছিয়ে রয়েছেন শাকিবরা। অবশ্য বৃষ্টির কারণে অনেক সময় নষ্ট হওয়ায় আর বাকি রয়েছে মাত্র এক রান। তাই বাংলাদেশ বেশ চাপে থাকলেও তাতে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ তাতে এই মাঠের লম্বা

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর** ৪ যে কোন ক্ষেত্রের উন্নয়নে সঠিক গতি আনতে হলে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হয়। শুধুমাত্র মাঠে-ময়দানে গলা ফাটিয়ে উন্নয়নের ফিরিস্তি জাহির করলেই উন্নয়ন হয় না। দুর্ভাগ্য, বর্তমান ত্রিপুরায় উন্নয়নটা শুধুমাত্র ভাষণেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। রাজ্যের পূর্বতন ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কাশ্তি দেব নাকি এক সময় ক্রিকেট খেলতেন। ক্রীড়া মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নে জোয়ার এনে দেবেন। যদিও তিনি তা পারেননি। তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে উন্নয়নে জোয়ার এনে দেবেন। সরকারের ব্যর্থতা ভুলে ধরা ছাড়া আর কোন কাজই তিনি করতে পারেননি। কঠোর হাতে তিনি ক্রীড়া দফতরকে অনুশাসনের গণ্ডিতে বাঁধতে পারেননি বলেই এই অবস্থা হয়েছে। এমনটাই মনে করে রাজ্যের ক্রীড়া মহল। ক্রীড়া পর্যদ বা ক্রীড়া দফতরের কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তিনি কিছু বলতে চাইলেও তাকে নাকি সুযোগই দেওয়া হতো না। বলা যায়, মন্ত্রী হিসাবে তিনি কিছুটা নরম স্বভাবের ছিলেন বলেই সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি। বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রী তরুণ সুশান্ত চৌধুরী রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রকে নতুন দিশা দেখাতে পারেন কি না

সেটাই এখন দেখার। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি এখনও পর্যন্ত অনেকগুলি অনুষ্ঠানে অতিথির ভূমিকায় ছিলেন। বেশ ইতিবাচক বক্তব্যও পেশ করেছেন। ঘটনা হলো, রাজ্যের ক্রীড়া দফতরকে ভালোভাবে চিনতে হলে সময় দরকার। শীর্ষস্তরের আধিকারিক কর্মী এখানে নিজেদের শাসক দলীয় হিসাবে জাহির করে সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে চায়। ঘনিষ্ঠ মহলে প্রত্যেকেই নিজেদের ক্রীড়ামন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হিসাবে জাহির করে এবং সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। ক্রীড়ামন্ত্রী হয়তো জানেই না যে, তার নাম ভাঙিয়ে কিভাবে একটা বিশেষ শ্রেণির কর্মচারী সুবিধা আদায় করে নেয়। কোন একটি প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে যে পদ্ধতিতে কাজ করা দরকার তার অভাব রয়েছে ক্রীড়া দফতরে। বর্তমান অধিকর্তা তবু অনেক আন্তরিক। কিন্তু কয়েক জন উপ-অধিকর্তা রয়েছে যারা ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নের চেয়েও ক্রীড়ামন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যকে বেশি গুরুত্ব নেন। সরকারিস্তরের বর্তমানে স্কুল ক্রীড়া ছাড়া আর কোন প্রতিযোগিতা হয় না। আগে কিন্তু পাইকা কিংবা অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যম রেখে সরকারি স্তরের আরও কিছু প্রতিযোগিতা হতো। এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। করোনা পরবর্তী সময়ে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্র ধুঁকছে। স্বশাসিত সংস্থাগুলি সাইনবোর্ড সর্বশ হয়ে

পড়েছে। সেখানে রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের একমাত্র ভরসার জায়গা হলো স্কুল ক্রীড়া। স্কুল ক্রীড়া শেষ হলেই সবাই আবার ঘরে বসে যাবে। তাহলে উন্নয়ন হবে কোথা থেকে? আরও দীপা বেরিয়ে আসবে কিভাবে? সংখ্যায় কম হলেও স্কুল ক্রীড়া আসরে বেশ কিছু খুদে প্রতিভা নজর কেড়েছে। দুর্ভাগ্য, তাদের স্পট করার মতো কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ প্রতিভাবানদের স্পট করে আরও ভালো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে ক্রীড়াক্ষেত্র সমৃদ্ধ হতো। স্পোর্টস স্কুল ছাড়া এখন আর প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ উঠে আসে না। পর্যদ পরিচালিত সেন্টারগুলি নামেই চলছে। আর দফতর ঘটা করে সেগুলিতে কোন শিক্ষার্থী নেই। সুতরাং সমস্যা অনেক। সমাধানের কোন ব্যবস্থা নেই। ভাষণই যদি উন্নয়নের চাবিকাঠি হতো তাহলে অনেক আগেই ত্রিপুরা উন্নতি করে ফেলতো। কিন্তু তা হওয়ার নয়। সুতরাং মাঠে নেমে ঠিকভাবে কাজ করার সময় হয়েছে। রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীরা আশাবাদী, নতুন ক্রীড়ামন্ত্রীর শাস্তা চৌধুরী পূর্বতন ক্রীড়ামন্ত্রী জিতেন চৌধুরী, তখন চক্রবর্তী, সৈদে চৌধুরী, মনোজ কাশ্তি দেব-দের দেখানো পথের হাঁটবে না। অর্থাৎ ভাষণেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকবেন না। সঠিক উন্নয়নের দিশা তিনি মাঠে নেমেই দেখাবেন। এই আবেদন জানিয়েছে ক্রীড়াপ্রেমীরা।

# শীতের বৃষ্টিতে বেহাল উমাকান্ত মাঠ

কিভাবে করতে হয় সেটাই সম্ভবত জানে না তারা। তবে উইকেটে টিকে থাকার কৌশল অবশ্যই রপ্ত করেছে। দীপজয়ে ৩ এবং আরমান ৩ রানে বিপর্যাস। ওয়ানডাউনে নামা সেন্টু সরকার দীর্ঘ সময় ব্যাটিং করেও ৬২ বলে ১৬ রানে বিদায় নেয়। ব্যর্থতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় ত্রিপুরার ব্যাটসমানদের মধ্যে। এই অবস্থায় আরও একবার রুখে দাঁড়ায় আনন্দ ভৌমিক। প্রথম ইনিংসে অনবদ্য শতরান করা আনন্দ দ্বিতীয় ইনিংসেও ত্রিপুরার হয়ে সর্বোচ্চ ৩৫ রান করে। দিনের শেষে ত্রিপুরার রান ৭ উইকেটে ১৩৪। সৌরভ দাস ২৩ এবং সন্দীপ সরকার ১৩ রানে অপরাজিত আছে। বোলাররা যে দারুণ সুযোগটা এনে দিয়েছে ব্যাটসমানরা সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেনি। এই ধরনের ভঙ্গুর ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে অতীতে কখনও জাতীয় আসরে খেলতে নামেনি ত্রিপুরা। আনন্দ ভৌমিক যদি এই দলে না থাকতো যাবে কি হতো? বলার মতো বিষয় একটাই, বিহারের ব্যাটিং-র হাল আরও

## শীতের বৃষ্টিতে বেহাল উমাকান্ত মাঠ

# ৪৪ মাসে ক্রীড়া উন্নয়নের নগ্ন চিত্র সামনে উঠে আসছে

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর** ৪ ডাবল সিরিজের সরকার রাজ্যে। রাজ্য সরকার এবং ক্ষমতাসীন দল রাজ্যে পরিষ্কার এবং ঘাস কেটে খেলা শুরু করে দেয়। আমরা বলেছিলাম যে, বৃষ্টি হলেই মাঠের আসল চেহারা সামনে উঠে আসবে। সোমবার যারা মাঠে এসেছিলেন তারা নিশ্চয় দেখেছেন যে, শীতের বৃষ্টিতেই উমাকান্ত মাঠ কি অবস্থায়। টিএফএ আপাতত চারটি ঘাটা বাতিল করেছে। তবে আমি নিশ্চিত যে, বৃষ্টি থামলেও এই মাঠে আপাতত ফুটবল ম্যাচ করা ঝুঁকিপূর্ণ হবে। বৃষ্টিতে মাঠের আসল কক্ষালসার চেহারা সামনে উঠে এসেছে। টিএফএ-র এক কর্তা বলেন, উমাকান্ত মাঠ এখন যে অবস্থায় আছে তাতে সত্যি সত্যি আপাতত এই মাঠে ম্যাচ করা কঠিন। কিন্তু আমরা তো নিরুপায়। বাধারঘাট হারাতে বসেছে। আন্তাবল ম্যাচ বার বার বলার চেষ্টা করছি যে, উমাকান্ত মাঠ সঠিকভাবে সংস্কার করা হচ্ছে না। বর্তমান সময়ে উমাকান্ত মাঠ শহরে এখন ফুটবল খেলার মতো বিকল্প মাঠ নেই। আর এই অবস্থায় দুইদিন পর হলেও উমাকান্ত মাঠেই ফুটবল করতে হবে। তবে আজে মাঠে গিয়ে মনে হয়েছে, এখন

সময়ের সংস্কার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ক্রীড়া দফতর, ক্রীড়া পর্যদ এবং টিএফএ-র ফাঁকির খেলা খেলে। কোনভার্টে মাঠের জঙ্গল পরিষ্কার এবং ঘাস কেটে খেলা শুরু করে দেয়। আমরা বলেছিলাম যে, বৃষ্টি হলেই মাঠের আসল চেহারা সামনে উঠে আসবে। সোমবার যারা মাঠে এসেছিলেন তারা নিশ্চয় দেখেছেন যে, শীতের বৃষ্টিতেই উমাকান্ত মাঠ কি অবস্থায়। টিএফএ আপাতত চারটি ঘাটা বাতিল করেছে। তবে আমি নিশ্চিত যে, বৃষ্টি থামলেও এই মাঠে আপাতত ফুটবল ম্যাচ করা ঝুঁকিপূর্ণ হবে। বৃষ্টিতে মাঠের আসল কক্ষালসার চেহারা সামনে উঠে এসেছে। টিএফএ-র এক কর্তা বলেন, উমাকান্ত মাঠ এখন যে অবস্থায় আছে তাতে সত্যি সত্যি আপাতত এই মাঠে ম্যাচ করা কঠিন। কিন্তু আমরা তো নিরুপায়। বাধারঘাট হারাতে বসেছে। আন্তাবল ম্যাচ বার বার বলার চেষ্টা করছি যে, উমাকান্ত মাঠ সঠিকভাবে সংস্কার করা হচ্ছে না। বর্তমান সময়ে উমাকান্ত মাঠ শহরে এখন ফুটবল খেলার মতো বিকল্প মাঠ নেই। আর এই অবস্থায় দুইদিন পর হলেও উমাকান্ত মাঠেই ফুটবল করতে হবে। তবে আজে মাঠে গিয়ে মনে হয়েছে, এখন

আপাতত ফুটবল ম্যাচ না হওয়া উচিত। উমাকান্ত মাঠের ভেতরের মাটি ভীষণভাবে নরম হয়ে আছে। এছাড়া মাঠের কাছ বের হওয়ার রাস্তা বা ড্রেনগুলি তো এক প্রকার বন্ধ। টিএফএ তো টুঁটো জগন্মাথ। তাদের না আছে নিজস্ব মাঠ, না আছে টাকা, না আছে কোন পরিকাঠামো। আর এতে করে আদতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফুটবল টেনে, তারা বিভিন্ন সময় নানা আশ্বাস, নানা প্রতিশ্রুতি পান কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার কোন সফল বা প্রতিফলন কিন্তু ঘায়া না। একদিনের শীতের বৃষ্টিতে উমাকান্ত মাঠের যে হাল হয়েছে তাতে কিন্তু এরাভো ক্রীড়া উন্নয়নের আসল চিত্রটা নথিভাবে সামনে উঠে এসেছে। রাজ্যে সরকার বদলের পর ভিলে ভিলে বিবেকানন্দ ময়দানকে হত্যা করা হয়েছে। ৪৩-৪৪ মাসে মাঠে কাল চলছে। আন্তাবল ম্যাচ ফুটবল আসস্তব। পুলিশ মাঠ পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্য মাঠ কোথায় যেখানে ফুটবল হতে পারে। এই শহরে এখন ফুটবল খেলার মতো বিকল্প মাঠ নেই। আর এই অবস্থায় দুইদিন পর হলেও উমাকান্ত মাঠেই ফুটবল করতে হবে। তবে আজে মাঠে গিয়ে মনে হয়েছে, এখন

<sup>[1]</sup> স্বাধীকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেসারামাঠ, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রতিস্টার, চৌধুরী ভবন, মেসারামাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোনঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৮৫৬ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১



## প্রধানশিক্ষকের রহস্য মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ৭ ডিসেম্বর।। ভাড়া বাড়িতে প্রধানশিক্ষকের বুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় কুমারঘাটে। মঙ্গলবার সকালে কুমারঘাট থানাধীন মাস্টারদা সুর্যসেন লেনের এক বাড়িতে কুমারঘাট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক অজিত দত্তের বুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। জানা গেছে, তার বাড়ি আগরতলায়। কুমারঘাটের আগে তিনি চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। এদিন সকালে হঠাৎ প্রধানশিক্ষকের মৃতদেহ উদ্ধারের খবরে তার সহকর্মীরা ভাড়া বাড়িতে ছুটে আসেন। খবর যাতে পুলিশের কাছে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। ঘটনাটি আদৌ অস্বাভাব্য নাকি অন্যকিছু তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। দাবি উঠছে পুলিশ যতে সঠিকভাবে ঘটনার তদন্ত করে। অজিত দত্তের সহকর্মীরা জানিয়েছেন, তাকে কখনই অস্বাভাবিক দেখা যায়নি। বরং তিনি সবাব সাথে হাসি-খুশি থাকতে পছন্দ করতেন। বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে বন্ধু সুলভ আচরণ করতেন তিনি। এদিন বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের আসার পর হঠাৎ জানতে পারেন প্রধানশিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। এই খবর শুনে সহকর্মীরা ভাড়া বাড়িতে চলে আসেন। তারা এসে দেখতে পান অজিত দত্তের বুলন্ত মৃতদেহ। এখন প্রশ্ন উঠছে ঘটনার পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে। এদিকে পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়ে তার পরিবারের লোকজনও কুমারঘাট ছুটে যান। তারা মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। প্রশ্ন উঠছে পারিবারিক কোনো বামেলার কারণেই কি তিনি অস্বাভাব্য করেছেন? নাকি এব পেছনে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে?

### সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ৪ ৪৭,৭০০  
ভরি ৪ ৫৫,৬৫০

## ‘১১৬ নম্বর স্থায়ী সমাধান’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। আরও এক স্থায়ী সমাধান। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩র শিক্ষক নীরেন সিন্হা (৫০) মারা গেলেন। সোমবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ তিনি জিবিপি হাসপাতালে আনার পথে মারা যান। তিনি শ্রীরামপুর দ্বাদশ বিদ্যালয়ে স্নাতক শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার বাড়ি কমলপুরের আড়াগায়। চাকরি হারানোর পর থেকেই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন নীরেন। সোমবার রাত ৭টা নাগাদ কমলপুরের বাড়িতেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবারের লোকজন তাকে রাতে কমলপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে



চিকিৎসকরা জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন। রাতেই কমলপুর জিবিপি হাসপাতালে। এখানেই

রাতে মারা গেছেন নীরেন। তার মৃত্যুর ঘটনায় শোক জানিয়েছে চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ সংগঠনগুলি। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি এই ঘটনায় শোক জানিয়েছে। সংগঠনের পক্ষে কমল দেব জানান, সরকার চাইলে এই মৃত্যু মিছিল বন্ধ করতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ১১৬জন সহযোগকে আমরা হারিয়েছি। আর কতজন মারা গেলে সরকার মানবিক হবে তা বুঝতে পারছি না। আমরা এখনও আশাবাদী বিজেপি সরকার চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের নিয়ে ভালো দিকান্ত নবেন। সবাইই চাকরির স্থায়ী সমাধান কবে। কিন্তু প্রতিনিয়তই মারা যাচ্ছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। এভাবে ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘিত হচ্ছে।

## ব্যবসায়ীকে পুলিশের হয়রানি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ ডিসেম্বর।। লক্ষ টাকার প্রতারণার শিকার হয়েও দুই জেলার থানায় মামলা নথিভুক্ত করাতে পারছেন না রাবার ব্যবসায়ী নান্টু সাহা। তিনি মোহনপুরে প্রতারণার শিকার হয়েছেন। উদয়পুরের ফুলকুমারী পলট্রি রোড এলাকার বাসিন্দা নান্টু সাহা প্রতারণার মামলা করতে সিংহাই থানা থেকে আরকপুর থানায় ঘোরাক্ষেত্র করছেন। কিন্তু কোনও থানাই মামলা নিতে রাজি না। এক থানা অন্য থানার এলাকার ঘটনা বলে নান্টুকে ঘুরিয়ে যাচ্ছে। এনিয় প্রতীবাদ করেছে নান্টু। তিনি জানান, গত ২ ডিসেম্বর বেলা ১টা নাগাদ একজন অপরিচিত লোক তার পাড়ায় এসেছিলেন। তিনি

রাবার কিনতে চেয়েছিলেন। দোকানের নাম বলা হয় এনএস এটারপ্রাইজ। ওই লোকটির সঙ্গে কথা বলার পর নান্টুবাবু রাবারের মূল্য ঠিক করেন। যথারীতি ওই লোকটি তাকে বলেন, রাবারের শিটগুলি নিয়ে মোহনপুর তার ভাইয়ের দোকানে যেতে হবে। সেখান থেকেই টাকা পরিশোধ করা হবে। নান্টু ওই ব্যক্তির কথা অনুযায়ী তিনি-সহ পাড়ার নিখিল দাস নামে আরেকজনের রাবার শিট নিয়ে মোহনপুর চলে যান। সেখানে তার রাবার শিটগুলি অর্থাৎ ৭৬৫ কিলো রাবার এনএস এটারপ্রাইজে দেন। কিন্তু একটি দোকানে নিয়ে তাদের চা খাইয়ে লোকটি পালিয়ে যায়। এখন ওই দোকানে গেলোও মালিক বলে দিচ্ছেন তিনি নান্টুকে চেনেন

না। তার দোকানে অন্য কেউ থাকেন না। প্রতারণা টের পেয়ে নান্টু ছুটে যান সিংহাই থানায়। সেখানে লিখিত অভিযোগও দাখিল করেন। কিন্তু পুলিশ এই মামলা নিতে নারাজ। সিংহাই থানার বক্তব্য, নান্টুর বাড়ি উদয়পুর। রাবার বিক্রির জন্য চুক্তিও করেছেন উদয়পুরে। তাই মামলা করতে হবে আরকপুর থানায়। সিংহাই থানার কথা অনুযায়ী নান্টু আরকপুর থানায় যান। সেখানে বলা হয়, প্রতারণার ঘটনাটি হয়েছে সিংহাইয়ে। তাই মামলাও সিংহাইয়ে করতে হবে। দুই জেলার দুই থানায় ঘোরাক্ষেত্র করলেও কোনও থানায় মামলা নথিভুক্ত করাতে পারলেন না নান্টু। এখন তিনি বিচার চাইছেন। এই বিচার চেয়েই সাংবাদিকদের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

## মামলা থেকে খালাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ড. শ্যামপ্রসাদ মুখার্জীর সাইনবোর্ড ভাঙার চেষ্টার অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পেলো যোগেন্দ্রনগরের সুমন কর্মকার। পশ্চিম জেলার প্রথম শ্রেণির বিচারক (কোর্ট নং-১) সুমনকে খালাস দিয়েছে। ২০১৮ সালের ৯ আগস্ট সারা ভারত কিষান সভার ডাকে আগরতলায় আইন অমান্য কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়।

প্যাঁরাডাইস চৌমুহনিত এই কর্মসূচি চলার সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় আলোচন সমর্থকদের। এই ধস্তাধস্তির মধ্যে কাদানো গ্যাস পর্যন্ত ছুড়তে হয় পুলিশকে। কয়েকজন বামপন্থী কর্মীকে গ্রেফতারও করা হয়। এই ঘটনার জের ধরেই পশ্চিম থানার পুলিশ একজনের বিরুদ্ধে মামলা নেয়। অভিযুক্ত করা হয় যোগেন্দ্রনগরের সুমন কর্মকারকে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আইন

অমান্য চলার সময় ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর সাইনবোর্ডটি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে সুমন। এই ঘটনায় তার বিরুদ্ধে পশ্চিম থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫০, ৩২৩ এবং ৪২৮ ধারায় চার্জশিট দাখিল করে। পুলিশের উপর আক্রমণ করার অভিযোগ আনা হয় সুমনের বিরুদ্ধে। এই মামলায় সুমনের পক্ষে আদালতে সওয়াল করেন আইজীবি ভাস্কর দেববর্মা।

● এরপর দুইয়ের পাড়ায়

## সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানোর চার মামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানোর অভিযোগে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা নিলো ত্রিপুরা পুলিশ। তাদের থানায় হাজির হতে নোটিশও দেওয়া হয়েছে। চারটি মামলা নেওয়া হয়েছে জিরানিয়া, বাইখোরা এবং মেলাঘর থানায়। টিএসআর'র দুই জওয়ান হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক হিংসামূলক পোস্ট ব্যাপকহারে করা হচ্ছে। বাঙালি বিদ্বেষী কথাবার্তা বলে বহু পোস্ট করা হয় সামাজিক মাধ্যমে। অনেকেই বিচার বিভাগের হাতে না দিয়ে খুনি সুকান্ত দাসকে তাদের হাতে তুলে দিতে দাবি করে। এভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসা বাড়ানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে আগেই মামলা নেওয়ার কথা জানিয়েছিল ত্রিপুরা পুলিশ। শেষ পর্যন্ত চারটি মামলা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দুটিই জিরানিয়া থানায়। জিরানিয়া থানায় একটি মামলা নেওয়া হয়েছে বাপী দেববর্মার বিরুদ্ধে। বাপীর বাড়ি আগরতলায়। তার বিরুদ্ধে ১২০(বি), ১৫৩(এ) এবং ৫০৪ ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে। মামলার নম্বর ৫৬/২০২১। বাইখোরা থানায় চারকবাই'র বাসিন্দা সন্দীপ মজুমদারের নামে মামলা নেওয়া হয়েছে। মামলার নম্বর ৩২/২০২১। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩(এ) এবং ৫০৪ ধারায় এই মামলাটি নেওয়া হয়েছে। জিরানিয়া থানায় আরও একটি মামলায় তদন্ত শুরু হয়েছে। ১৫৭(১) সিনারপিসি অনুযায়ী

● এরপর দুইয়ের পাড়ায়

## নিরাপদহীন রাজভবন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। পুরাতন রাজভবনের দরবার হলে চুরি। দরবার হলে স্ট্যান্ড ফ্যান, সিলিং ফ্যান-সহ বেশ কিছু মূল্যবান জিনিস চুরি হয়েছে। এনিয় প্রতিনিধি থানায় রাজ্য সরকারের অপর সচিব একে চক্রবর্তী একটি মামলা করেছে। মামলার নম্বর ১৮/২১। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০ এবং ৪২৭ ধারায় মামলাটি করা হয়েছে। এই ঘটনা ঘিরে সরকারি উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ পুরাতন রাজভবনটি ত্রিপুরার জন্য ঐতিহাসিক। এখানেই রাজ আমল থেকে অনেক বিশিষ্ট অতিথিরা থেকেছেন। রাজ্যের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী এই রাজভবন থেকে কয়েক বছর আগেই মহাকরণের

সঙ্গে রাজ্যপাল ভবন সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু পুরাতন রাজভবনের সুন্দর বাড়িটি আর দেখভালের উদ্যোগ নেই। নজরদারির অভাবে রাজভবনটি দিনদিন ধুঁকছে। ভেতরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হতে চলেছে। বাইরে থেকে দেখলেও এখন আগের সৌন্দর্য্য শেষ। শহরবাসীদের অনেকেই এই রাজভবনটি পর্যটনের জন্য সাজিয়ে রাখতে দাবি করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই রাজভবনের দেখভালের উদ্যোগ নেই। শেষ পর্যন্ত এই রাজভবনের দরবার হলেই চোরদের সমাগম শুরু হয়ে গেছে। খুব ক্রত যদি রাজভবনটির নজরদারি না রাখা হয় তাহলে আরও বহু চুরি হবে। রাজভবনের ইট পর্যন্ত খুলে নেবে চোর চক্র। এমনটাই বক্তব্য শহরবাসীদের।

## অসমে দুই ছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ ডিসেম্বর।। দুই স্কুল পড়ুয়াকে তুলে নিয়ে বহিরাঙ্গীরা ধর্ষণ। গুপ্ত তাই নয়, ওই রাজ্যেই পাচারের চেষ্টা। গুরুতর এই অভিযোগ ঘিরে এখন উত্তেজনা ধর্মনগরে। এই ঘটনায় দুই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এই দুই যুবক হলো জিতেন্দ্র শন্দকর (২০) এবং কাজল দাস (২১)। ধর্মনগর মহিলা থানা এই ঘটনায় দুই যুবকের বিরুদ্ধে ৩০৬(ক), ৩৬৩, ৩৭৬, ৫০৬ এবং পকসো আইনের ৪ ধারায় মামলা নিয়েছে। মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে। পুলিশের হাতে দুই অভিযুক্ত গ্রেফতারও হয়েছে। জানা গেছে, ওই দুই ছাত্রীকে ভালোবাসার ফাঁদে ফেলেছিল কাজল এবং জিতেন্দ্র।

দুই ছাত্রীর মধ্যে একজন সাবালিকা। তাদের প্রলোভন দেখিয়ে তুলে নিয়ে আসামের কাছাড় নেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকেই দুই ছাত্রী পালিয়ে এসেছে। জানা গেছে, গত ২ ডিসেম্বর কৃষ্ণপুরের একটি স্কুলের দুই ছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পালায় জিতেন্দ্র এবং কাজল। তাদের পালিয়ে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই দুই ছাত্রীকে তাদের বাড়িতে জানানোরও সুযোগ দেওয়া হয়নি। গাড়িতে তুলে নিয়ে রাস্তার বাইরে চলে যায় জিতেন্দ্র এবং কাজল। তাদের না পেয়ে যথারীতি ধর্মনগর থানায় মিসিং এন্ট্রিও করেছিল অভিভাবকরা। এদিকে দুই ছাত্রীকে আসামের কাছাড় নিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এরপরই

## মনসা মন্দিরে চোরের হানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ৭০ বছর পুরোনো মনসা মন্দিরে চুরি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা জিবি বাজারের ৭৯টিলা এলাকায়। আশিস রায়ের বাড়িতে ৭০ বছর আগে এই মনসা মন্দিরটি স্থাপন করা হয়েছিল। আশিসের বাড়ির এলাকাতেই এই মন্দিরটি। মন্দির থেকে একটি পিতলের ঘট চুরি হয়েছে। আশিস জানিয়েছেন, ৭০ বছর ধরে তাদের পরিবার এখানে থাকছেন। কখনো মন্দিরে চুরি হয়নি। সকালেও তিনি মন্দিরে পূজা দিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় নিভ্রা দিতে এসে দেখেন ঘটটি উধাও। কিছু দিন আগেও আশিসের বাড়িতে ভাঙুর করতেন দুষ্কৃতরা।

● এরপর দুইয়ের পাড়ায়

তাদের পাচারকারীদের হাতে বিক্রি করার চেষ্টা করা হয়। দুই ছাত্রী কোনওভাবে পালিয়ে নিলামবাজারে তাদের মাসীর বাড়িতে গিয়ে উঠে। সেখান থেকেই তাদের আত্মীয়রা ৫ ডিসেম্বর ধর্মনগর নিয়ে যায়। ধর্মনগর থানায় সবকিছু জানিয়ে মামলা করা হয়। মহিলা থানা থেকেই দুই মেয়ের অভিভাবকদের ডাকানো হয়। অভিভাবকরা সব কিছু জানার পর বাজারিছড়া গিয়ে দুই প্রতারক প্রেমিককে আটক করে। তাদের পরে আসাম পুলিশের

● এরপর দুইয়ের পাড়ায়

**সমস্যার সমাধান**

মুঠকরগী, বনীকরণ স্পেশালিস্ট



**বাবা আমিল সুফি**

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পুরণা, গাণ্ডান, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা, কালাঘাত, মুঠকরগী, যাদুটোনা, বনীকরণ স্পেশালিস্ট।

**CONTACT**  
**9667700474**

# শহরে মোমবাতি মিছিল সাহায্যের হাত বাড়ালেন প্রদ্যোত



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। শহরে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করলো ত্রিপুরা মথা আগরতলা সিটি জেলা কমিটি। টিএসআর ৫ম বাহিনীর নিহত সুবেদার মার্ক সিং জমাতিয়া ও নায়েব সুবেদার কিরণ কুমার জমাতিয়ার মৃত্যুর ঘটনায় এদিন শহরে মোমবাতি মিছিল সংগঠিত হয়েছে। উজ্জয়ন্ত প্রসাদ প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে আবার এখানে এসে শেষ হয়েছে। এই

মোমবাতি মিছিল থেকে ওই ঘটনার দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়। তার পাশাপাশি শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতিও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এদিকে, মঙ্গলবার ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার দেওয়ান বাড়ি ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত কোয়ার কমিতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি সেখানকার টিএসআর ৫ম

বাহিনীর নিহত সুবেদার মার্ক সিং জমাতিয়ার বাড়িতে যান এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। এরপর মুখ্যনির্বাহী সদস্য শ্রীজমাতিয়া অপর নিহত নায়েব সুবেদার কিরণ কুমার জমাতিয়ার বাড়ি ধ্বজনগর গকুলপুরেও যান, শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পরিশেষে মুখ্যনির্বাহী সদস্য নিহতদের অপররাষ্ট্রিক কঠোর হস্তে শাস্তি দেওয়ার জন্য দাবি

জানান। নিহত পরিবার সদস্যদের পাশে সর্বদাই থাকবেন বলে তিনি আশ্বাস দেন। এই সময় মুখ্যনির্বাহী সদস্যের সাথে ছিলেন স্বাধ্য দফতরের নির্বাহী সদস্য কমল কলি নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার জন্য মহারাজার ঘোষণার কথা জানান। দৌষীকে কঠোর হস্তে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি দাবি জানান। এছাড়া এই সময়ে মুখ্যনির্বাহী সদস্যের সাথে ছিলেন মংস্য দফতরের নির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা। উল্লেখ্য সুবেদার মার্ক সিং জমাতিয়া ও নায়েব সুবেদার কিরণ কুমার জমাতিয়া কোনাবন ওএনজিসি প্ল্যান্টে কর্মরত অবস্থায় গত ৬ ডিসেম্বর সহকর্মীর বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। এদিকে, এই ইস্যুতে আগামী ৯ ডিসেম্বর মাধববাড়িতে গণঅবস্থান সংগঠিত হবে। সকাল ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। টিএফএফ'র তরফে এই কর্মসূচি সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই ঘটনায় দৌষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছে সংগঠন। টিএফএফ'র সাথে নেসোস'র আবেদন এই কর্মসূচি সংগঠিত হচ্ছে।

**NW নাইটিংগেল নার্সিং হোম**

ধলেশ্বর রোড নং-১৩, বু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ নীততপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের  
অপারেশন থিওটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।

**সুবিধা** ➔ গাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।





ঃ যোগাযোগ ঃ  
**0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771**

**VISION CONSULTANCY**  
*Admission Point*  
We Provide Admission Guidance for  
**MBBS / BDS / BAMS**  
TOP PRIVATE  
**MEDICAL COLLEGES IN INDIA**  
(Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)  
**LOW PACKAGE 45 LAKH**  
**NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY**  
Call Us : **9560462263 / 9436470381**  
Address : Officelane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

**education world Consultancy**  
*Best Career Guide for Students*

**MBBS**  
**INDIA** -40 Lacs.  
**UKRAINE** -16L.  
**BANGLADESH** -21L.  
**CANADA** -31L.  
**AUSTRALIA** -30L.  
**PHILIPPINE** -17L.  
**BDS-8L. BAMS-10L. PHARM.D-10L. BHMS-9L.**

**NIOS: X-Xii**  
BA, B.COM, B.ed, M.ed, B.S.C, MA, M.COM, M.S.C, LL.B, B.TECH, M.TECH  
BBA, MBA, POLYTECHNICH  
BCA, MCA, AVIATION, JOURNALISM, FIRE & SAFETY, FASHION DESIGN, PARAMEDICAL, Ph.D, YOGA.  
কেই IGNOU ও অন্যান্য University  
Distance/Regular & Marks Improvement এর সহ উন্নীত করে দায়।

**ঔষধের দোকানের লাইসেন্সের জন্য**  
**D. Pharma Course এ ভর্তির বিশেষ সুযোগ রয়েছে।**  
Agartala - Colonel Chowmuhanu ▶ Ker Chowmuhanu  
Contact : 9862622076 / 9862622086 / 8837335227  
Bishalgarh ● Kumarghat ● Dharmannaagar Call-7005035146

**9436940366**

**BAPPIRAJ FURNITURE**  
Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura  
Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

**বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার**






















CMYK

CMYK